POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ
فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا

সে বলিল,‘ ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

(সূরা কাহফ:৯৯)


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 49

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7 Dec, 2023 22 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H


## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

২৪৭৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: সেই সময় আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং জিজিয়া মুকুব করবেন। এবং তিনি অত্যধিক হারে সম্পদ বন্টন করবেন, কিন্তু সেই সম্পদ কেউ গ্রহণ করবে না।

(ব্যাখ্যা):হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব (রা.) বলেন: এই হাদীসটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত। এর থেকে ক্রুশ ভঙ্গ করার এবং শূকর বধ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

২৪৭৭) সালমা বিন আকু (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) খয়বরের যুদ্ধে আগুন দেখতে পান যা প্রজ্জ্বলিত করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন আগুন কেন জ্বালানো হয়েছে? লোকেরা উত্তর দেয়, পোষ্য গাধার মাংস রান্না হচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) বললেন: (হাঁড়িগুলি) ভেঙে দাও এবং (যা কিছু এর মধ্যে আছে) সেগুলি উল্টে দাও। লোকেরা বলল: আমরা কি সেগুলি উল্টে ফেলে ধুয়ে ফেলতে পারি না? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: ধুয়ে নাও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

**স্মরণ রেখো, ঈমান সেই গোপন বিষয়ের নাম যা মোমেন এবং আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে বিরাজ করে মোমেন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সত্তা সে কথা জানতে পারে না।**
**আমি চাই আমাদের বন্ধুরা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নিজেদের গোপন বোঝাপড়া ও সম্পর্ককে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাক যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাগণের সঙ্গে খোদা তা'লার সম্পর্ক ছিল।**

## হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

মোমেনের জন্য আবশ্যক ইবাদতের ক্ষেত্রে সেই সময় পর্যন্ত ক্লান্ত না হওয়া এবং শিথিলতা প্রদর্শন না করা, যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিথ্যা জীবন ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং এর স্থানে এক চিরন্তর ও আরামদায়ক নব জীবনের ধারা সূচিত হয়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই অস্থায়ী পার্থিব জগতের আগুন ও জ্বালা দূরীভূত হয়ে ঈমানের আনন্দ এবং আত্মার মধ্যে এক প্রশান্তি ও সুখানুভব সৃষ্টি হয়। নিশ্চয় জেনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ এই অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছয় ঈমান পরিপূর্ণ ও যথাযথ হয় না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, ইবাদত করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মর্যাদা অর্জন করতে পার এবং অন্তরায় ও অন্ধকারের সমস্ত আবরণ খসে পড়ে- এবং একথা উপলব্ধি কর যে, 'এখন আমি সেই সত্তা নই যা পূর্বে ছিলাম। বরং এখন এ তো নতুন দেশ, নতুন পৃথিবী ও নতুন আকাশ। আর আমিও এক নতুন সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় জীবনকে সুফিগণ 'বাকা' বা জীবনের অস্তিত্ব নামে অভিহিত করেছেন। মানুষ যখন এই মর্যাদায় উপনীত হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার আত্মা সঞ্চারিত হয়, তার উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়। এই রহস্য সম্পর্কেই খোদার পয়গম্বর হযরত আবু বকর (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, যদি কেউ পৃথিবীতে চলন্ত মৃতদেহ দেখতে চায় তবে সে আবু বকর কে দেখুক। আর আবু বকর (রা.) এই মর্যাদা তাঁর নিজের বাহ্যিক কর্মধারা দিয়ে লাভ করেন নি, বরং সেই বস্তু দ্বারা যা তার অন্তরে আছে।

স্মরণ রেখো, ঈমান সেই গোপন বিষয়ের নাম যা মোমেন এবং আল্লাহ্ তা'লার মধ্যে বিরাজ করে মোমেন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সত্তা সে কথা জানতে পারে না। اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ এর তাৎপর্য এটাই। যারা তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফাতে ইলাহির সঙ্গে পরিচিত হয় না, অনেক সময় তারা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মোমেনের এই সম্পর্কের বিষয়ে অবগত না হওয়ার কারণে তার জীবন-জীবিকার ন্যায় কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে। অনেক সময় এই বিস্ময় তাদেরকে সংশয়ের দিকে পরিচালিত করে। কেননা, তাদের দৃষ্টি নিজেদের সীমিত উপায় উপকরণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। তাই তারা খোদা তা'লার সঙ্গে এই গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। আমি চাই আমাদের বন্ধুরা আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে নিজেদের গোপন বোঝাপড়া ও সম্পর্ককে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাক যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাগণের সঙ্গে খোদা তা'লার সম্পর্ক ছিল। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯)

**মেডিস এবং পারস্যের সম্রাটদের মধ্য থেকেই কোন একজনকে জুলকারনাঈন হিসেবে বোঝানো হয়েছে। এই বাদশাহর মধ্যে কুরআন করীমে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যবলী বিদ্যমান এবং ইসুয়া নবীর বাণী থেকেও এ বিষয়টি সমর্থনপ্রাপ্ত।**

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ সূরা কাহফ এর ৮৪ নং আয়াত وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন: এখন আমি জুল কুরনাঈন সম্পর্কে নিজের গবেষণাকর্ম বর্ণনা করছি। আমি উপরে বর্ণনা করে এসেছি যে, যেমনটি অতীতের মুফাসসির এবং প্রাচ্যবিদগণের ধারণা এবং যেমনটি জামাত আহমদীয়ার প্রথম খলীফা হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমার মতেও জুল কারনাঈন কোনও এক পারস্য দেশীয় সম্রাটের নাম। হযরত মৌলবী সাহেব তার নাম বলতেন কেকবাদ।

অনেকে এই গবেষণার মাঝে কিছুটা হস্তক্ষেপ করেছে এবং সেই সম্রাটকে প্রথম দারা নামে অভিহিত করেছে। কিন্তু আমার মতে আমাদেরকে সর্বপ্রথম সেই সব শর্তাবলীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে অতঃপর সেটা কোন সম্রাট ছিল তা নির্দিষ্ট করে মন্তব্য করা উচিত। কুরআন করীম থেকে জানা যায়- ১) জুলকারনাঈন ইলহাম প্রাপক ও স্বপ্ন দ্রষ্টা ছিলেন। ২) তিনি নিজের এলাকা থেকে দেশ জয় করতে করতে পশ্চিমের দিকে অভিযান করেন যেখানে এক কৃষ্ণ হ্রদে সূর্যাস্ত দৃশ্যমান হচ্ছিল। ৩) এরপর তিনি প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং প্রাচ্যের দেশগুলি জয় করেন। ৪) এরপর তিনি এক মধ্যবর্তী অঞ্চলের দিকে অভিযান করেন যেখান থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ আক্রমণ করছিল এবং তিনি সেখানে একটি প্রাচীর তুলে দেন।

জুলকারনাঈন কে তা সুনির্দিষ্ট করে বলার পূর্বে এটা দেখাও জরুরী যে, আমাদের ধারণা অনুসারে যে ব্যক্তি জুল

এরপর ৯ পাতায়....

### এই সংখ্যায়


**খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩ নভেম্বর ২০২৩**
**হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত**
**জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ**


প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# ইসলামে বাক স্বাধীনতার সীমারেখা ও এ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

**বক্তা: মহম্মদ তাহের নাদিম, মুরুব্বী সিলসিলা, কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্ক, লন্ডন।**

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

(সূরা বনী ইস্রাঈল: ৫৪)

অধমের বক্তৃতার বিষয় হল: ইসলামে বাক-স্বাধীনতার সীমারেখা ও বিধিনিষেধ

মানুষকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে আর বাক স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত ও মৌলিক অধিকার। এজন্যই পৃথিবীর সকল ধর্ম এটিকে গ্রহণ করেছে এবং সকল জাতি এটিকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের সংবিধানে এর নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। বাক স্বাধীনতার সহজ-সরল অর্থ হল, প্রত্যেক মানুষ তার বক্তব্য, রচনা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

কিন্তু বর্তমান যুগের উন্নত সমাজ এর অর্থ করছে, লাগামহীন স্বাধীনতা। যদিও এটি বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষ যা চায় এবং যেভাবে চায় আর যার বিরুদ্ধে চায় নিজের বক্তব্য, রচনা ও কর্মকাণ্ডে তা প্রকাশ করতে পারে, এতে কারও মনে আঘাত লাগলেও বা কেউ মনে কষ্ট পেলেও কিছু যায় আসে না। এর ফলে কারও সম্মান-সম্ভ্রমের ওপর আঘাত আসলেও, আর এর ফলে পবিত্র ব্যক্তিবর্গের অবমাননা হলেও কিছু যায় আসে না, এবং এর ফলে লক্ষ-লক্ষ বরং কোটি কোটি মানুষের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত আসলেও কোন সমস্যা নেই।

মতপ্রকাশের এমন অস্বাভাবিক ও অবাস্তব শ্লোগান বা ঘোষণার আক্ষরিক বহিঃপ্রকাশ দেখে মানুষ একথা ভাবতে বাধ্য হয় যে, এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক অধিকার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কি, যা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ হয়? যার কারণে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয় এবং মানবের সম্ভ্রম ও মানবতার সম্মানের মত মহান মূল্যবোধ পদদলিত হতে পারে?

এমন বাক স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক অধিকার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কি, যার ফলে সমাজ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সুসম্পর্কের জায়গায় প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং সম্মানের ফুল বিতরণের পরিবর্তে ঘৃণা-বিদ্বেষ, মিথ্যা ও গালি-গালাজ, অপলাপ, দুর্নাম ও অপবাদ আরোপের কাঁটা উদগত হয়?

মত প্রকাশের এমন স্বাধীনতা কি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা হতে পারে যার নামে নিরীহনিষ্পাপদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। শালীনতার সুন্দর পোশাককে টুকরো টুকরো করে নৈতিকতার জানাযা বের করা হয়?

নিশ্চিতরূপে এমন নিরঙ্কুশ ও লাগামহীন স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক অধিকার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "সমাজে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার শ্লোগান একেবারেই অন্তসার শূন্য, নিরর্থক, অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব শ্লোগান। অনেক সময় স্বাধীনতার এমন ভুল অর্থ করা হয় আর এই (অলীক) ধারণাকে এমন অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয় যে, বাকস্বাধীনতার সুন্দর নীতি একেবারেই কদর্য ও কুশ্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। গালিগালাজ, অন্যের সম্মান-সম্ভ্রমের ওপর আক্রমন এবং পূতঃপবিত্র ব্যক্তিবর্গের অবমাননা কেমন স্বাধীনতা?"

(সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান, পৃ: ৪১-৪২ ও ৪৪)

ইসলাম শুধুমাত্র বাক স্বাধীনতার ঘোষকই নয় বরং যেরূপ সৎসাহস ও বীরত্বের সাথে মতপ্রকাশের নীতিমালাকে ইসলাম সমর্থন করে, অন্য কোন মতাদর্শমূলক ব্যবস্থা বা ধর্মে এর দৃষ্টান্ত দুর দুর পর্যন্ত দেখা যায় না।

বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান উপস্থাপন করে যার আবরণে তিনটি বিষয় উল্লেখযাগ্য।

১. একদিকে ইসলাম বাক স্বাধীনতার অট্টালিকাকে অত্যন্ত ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে যাতে এই স্বাধীনতা স্বীয় মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় অর্থাৎ, সাধারণ জনগণের জন্য কল্যাণ ও উন্নতির কারণ সাব্যস্ত হয় আর সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও ধর্মের উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করে।

২. অপরদিকে ইসলাম এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশিক্ষণ হতে থাকে।

৩. আর তৃতীয়ত, ইসলাম এই স্বাধীনতার কিছু সীমারেখা ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্য কোন ব্যক্তি ও জাতির মনোকষ্ট এবং অধিকার কুক্ষিগত করার কারণ না হয় আর সার্বজনীন স্বার্থ যেন পদদলিত করার কারণ না হয়।

অধম সংক্ষেপে ইসলামী শিক্ষার আলোকে এই তিনটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করবে।

সর্বপ্রথম বাক স্বাধীনতারূপী অট্টালিকাকে খুবই দৃঢ় এবং মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো এবং একে সাবর্জনীন স্বার্থের রক্ষক বানানোর জন্য ইসলাম একটি খুব সুন্দর নীতি ও চমৎকার বিধান উপস্থাপন করে বলে, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

অর্থাৎ, লোকদের সাথে সর্বদা ভালো ও উত্তম কথাই বলবে।

(সূরা আল্ বাকারা: ৮৪)।

কেননা, কথা উত্তম না হলে আর উত্তমভাবে বলা না হলে আর এক্ষেত্রে কিছু কমবেশি হলে আর উপহাস ও অবমাননার সংমিশ্রণ ঘটে গেলে এটি শয়তানী কাজ বলে আখ্যা পায়। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে,

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

অর্থাৎ, (হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম। কেননা শয়তান মন্দ কথা বলিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

(সূরা বনী ইস্রাঈল: ৫৪)

কথাবার্তায় ইসলাম 'আল্লাতি হিয়া আহসান' তথা সর্বোত্তম পন্থার প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে এতটাই গুরুত্বারোপ করে যে, ধর্মীয় বিতর্ক ও মুনাযিরা সম্পর্কেও নির্দেশ দেয় যে, 'ওয়া যাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান' তথা বিধর্মীদের সাথেও উত্তম পন্থা, উত্তম কথা ও সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের আলোকে বিতর্ক কর।

এরপর বাক স্বাধীনতারূপী অট্টালিকাকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম আরেকটি নীতি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলে, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(সূরা আল্ আহযাব: ৭১)

অর্থাৎ, স্পষ্ট, সোজা সরল ও সত্য কথা বল। বরং যে কথাই বলবে, সত্য বল আর মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকো।ইসলাম সত্য কথনের ওপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একে জিহাদ বরং সবচেয়ে বড় জিহাদ আখ্যা দেয়। যেমন, মহানবী (সা.) বলেন,

"সর্বোত্তম জিহাদ হল, একজন অত্যাচারী বাদশাহ্র সামনে সত্য কথা বলা।"

(মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু সাঈদ আল্ খুদরী)

এরপর ইসলাম বাক স্বাধীনতার বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের লক্ষ্যে বলে, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا (সূরা আল্ আনআম: ১৫৩) অর্থাৎ যখনই কথা বলবে ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আদল বা ন্যায়সঙ্গত কথা না হলে অন্যায় ছড়িয়ে পড়বে আর যে সমাজে অন্যায়অবিচার হবে সেখানে বাক স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটবে।

ইসলাম বাক স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগের জন্য পরিবেশ উপহার দেয় যাতে উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের এই অধিকার যথাযথভাবে ব্যবহারের প্রশিক্ষণ হতে থাকে। আর এ সম্পর্কে ইসলাম বলে,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

(সূরা আলে ইমরান: ১১১) অর্থাৎ, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যক হল, সে যেন পুণ্যের বিষয়ে উৎসাহিত করে আর মন্দ বিষয় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কথা ও কাজ এবং রচনা ও বক্তব্য দ্বারা কল্যাণের প্রদীপ আলোকিত করে আর মন্দকে প্রতিহত করে অনিষ্টের অমানিশাকে নির্মূল করার চেষ্টা করতে থাকে। সৎকাজের আদেশ আর মন্দকাজ থেকে বিরত রাখাকে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারই নয় বরং মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এরপর ইসলাম বাক স্বাধীনতার অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগের প্রশিক্ষণের জন্য মুশাভিরাত বা শূরার ব্যবস্থাপনা প্রস্তাব করে।

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে মত প্রকাশের সুযোগ এবং এর অনুমতি প্রদান করে।

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ

(সূরা আলে ইমরান: ১৬০)। এই আয়াতে মহানবী (সা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রণিধানযোগ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে (যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত) সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম-এর পরামর্শ কর। যেমন, উহুদের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর কোন কোন জ্যেষ্ঠ সাহাবীর মত ছিল যে, শহরের ভেতরেই আত্মরক্ষাবুহ্য গড়ে তোলা হোক কিন্তু যুবকদের পরামর্শ ছিল (শহরের) বাইরে গিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুর মোকাবিলা করা হোক। অত্রএব, মহানবী (সা.) যুবকদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং উহুদ পাহাড়ের পাদদেশকে রণাঙ্গন হিসেবে নির্বাচন করেন।

এরপর ৯ পাতায়.....

# জুমআর খুতবা

**তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সেসব বস্তু হতে ব্যয় করো যেগুলো তোমরা ভালোবাসো।**

**এক জগৎপূজারীর দৃষ্টিতে এটি এমন এক বিষয় যা বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা জানে যে, এসব কুরবানী এজন্য করা হয় কেননা এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়।**

**ধনী ব্যক্তিদেরও বলব যে, তারাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের কুরবানীর মানকে উন্নত করে।**

**স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা কখনও কারো ঋণ রাখেন না।**

**আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্জ্বলনকৃত বাতি বিরোধীদের ফুৎকারে কীভাবে নির্বাপিত হতে পারে! যতই চেষ্টা করুক না কেন বিরোধীদের কপালে অসফলতা ও ব্যর্থতাই লেখা আছে আর জামা'ত পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উন্নতি করে চলেছে।**

**তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যই ছিল তবলীগের মাধ্যমে যেন জামা'ত বৃদ্ধি করা হয় আর পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়াতেরমাধ্যমে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হয়। সুতরাং এরা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে এসেছে যারা ঈমান, বিশ্বাস এবং কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।**

**হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রারম্ভে এই তাহরীককে দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিন বছর থেকে দশ বছরে বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর দশ বছর পূর্ণ হবার পর এর উত্তম ফলাফল প্রকাশিত হলে এবং এর চাইতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের ইচ্ছানুযায়ী এটির সময়কালকে আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং এরপর এটি একটি স্থায়ী তাহরীকের রূপ নেয়।**

**আজ পুনরায় উনিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি ষষ্ঠ রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করছি। এখন নতুন অংশগ্রহণকারী নও-মুবাঈন আর নতুন জন্মগ্রহণকারী শিশুরাও যারা পূর্বের কোনো রেজিস্টারে নেই– ষষ্ঠ রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত হবে।**

**আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও সংখ্যায় সমৃদ্ধি দান করুন এবং তারা পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হোক।**

**ফিলিস্তিনিদেরকে দোয়াতে সর্বদা স্মরণ রাখুন, তাদেরকে ভুলে যাবেন না। নারী ও শিশুরা যে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন।**

## তাহরীকে জাদীদের ৮৯তম বছরে জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে পেশকৃত আর্থিক কুরবানীর বিবরণ এবং ৯০তম বছরের ঘোষণা

**এ বছর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১ কোটি ৭২ লক্ষ পাউন্ড কুরবানী উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় সাত লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বেশি।**

**সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩ নভেম্বর, , ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৩ নবুয়ত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত পাঠ করেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা সেসব বস্তু হতে ব্যয় করো যেগুলো তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা-ই ব্যয় করো নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবে জানেন।

(সূরা আলে ইমরান: ৯৩)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন যে, পুণ্যের উন্নত মান তখনই লাভ হতে পারে যখন তোমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পথে তা ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসো। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

তোমরা প্রকৃত নেকী বা পুণ্য, যা মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে, কখনোই লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা খোদা তা'লার পথে সেই সম্পদ এবং সেসব বস্তু ব্যয় করবে যেগুলো তোমাদের প্রিয়।"

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮)

অপর এক স্থানে তিনি বলেন, সম্পদের প্রতি ভালোবাসা চাই না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ, তোমরা মোটেই নেকী বা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা সেসব বস্তু হতে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করবে যেগুলোকে তোমরা ভালোবাসো।তফসীর মসীহ মওউদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩০)

তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় ও তুচ্ছ বস্তুসমূহ ব্যয় করে কোনো ব্যক্তি নেকী বা পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার সংকীর্ণ। অতএব এই বিষয়টি মনমস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ ব্যয় করে কেউ তাতে অর্থাৎ সেই নেকী বা পুণ্যের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ যতক্ষণ সবচেয়ে পছন্দের ও প্রিয়তর বস্তুসমূহ ব্যয় না করবে ততক্ষণ প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হওয়ার মর্যাদা লাভ হতে পারে না। যদি কষ্ট বরণ করতে না চাও আর প্রকৃত নেকী বা পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও তাহলে কীভাবে সফল এবং বিজয়ী হতে পারো! তিনি বলেন, সাহাবীগণ কি বিনামূল্যেই সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যা তাদের লাভ হয়েছে? জাগতিক খেতাব লাভের জন্য কতটা ব্যয় এবং কষ্ট বরণ করে নিতে হয়! তবে গিয়ে কোনো সামান্য খেতাব, যা দ্বারা আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি -ও লাভ হয় না, তা পাওয়া যায়। [অর্থাৎ এমন খেতাব লাভ হয় যা দ্বারা আবশ্যক নয় যে, তাতে আন্তরিক শান্তিও লাভ হবে, কিন্তু (তা সত্ত্বেও) মানুষ তার জন্য পরিশ্রম করে।] তাহলে চিন্তা করে দেখ যে, 'রাযি আল্লাহু আনহুম'- খেতাব, যা হৃদয়ের স্ব স্তি, মনের প্রশান্তি এবং দয়ালু খোদার সন্তুষ্টির চিহ্ন, তা কি এমনি এমনি খুব সহজেই সাহাবীদের লাভ হয়েছে? মূল কথা হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি যা প্রকৃত আনন্দের কারণ তা ততক্ষণ লাভ হতে পারে না যতক্ষণ সাময়িক কষ্ট বরণ না করা হবে। খোদাকে প্রতারিত করা যায় না। তারা সৌভাগ্যবান যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের পরোয়া করে না, কেননা চির আনন্দ এবং স্থায়ী সুখের জ্যোতি সেই সাময়িক কষ্টের পর এক মু'মিনের লাভ হয়। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৫-৭৬)

অতএব এটি হলো সম্পদ ব্যয় করার সেই প্রজ্ঞা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান। আর এটি জামা'তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ, প্রত্যেক আহমদীর প্রতি অনুগ্রহ যে এই বিষয়টি অনুধাবন করেছে এবং নিজের সম্পদ ধর্মের পথে ব্যয় করার জন্য উপস্থাপন করেছে। নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যদের একটি বড় সংখ্যা নিজ সম্পদ ধর্মীয় প্রয়োজনে উপস্থাপন করে থাকে। এমন হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করে। আজকাল আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা সার্বিকভাবে মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে চলেছে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এমনিতে তো উন্নত দেশগুলোরও এখন আর সেই অবস্থা নেই যেখানে তাদের সর্বক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য ছিল। এছাড়া এখন পৃথিবীতে যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে আর ইউরোপেও ইউক্রেন ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ হচ্ছে তা ইউরোপের অবস্থাও বেশ শোচনীয় করে দিয়েছে। যাহোক উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে এর প্রভাব বেশি পড়েছে। সেইসাথে এসব দেশের রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিও তাদের অবস্থা আরো খারাপ করেছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আহমদীরা নিজেদের আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সম্মুখেই এগিয়ে চলেছে।

এক জগৎপূজারীর দৃষ্টিতে এটি এমন এক বিষয় যা বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা জানে যে, এসব কুরবানী এজন্য করা হয় কেননা এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়।

যেমনটি আপনারা জানেন যে, নভেম্বর মাসের প্রথম খুতবায় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করা হয়। অতএব তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতেই কিছু ঘটনা (আজ) আমি উপস্থাপন করব। লাহোর জেলার লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা আমাকে লিখেছেন যে, একটি সভায় আমাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলা হয়। মধ্যম আয়ের মধ্যবিত্ত লোকদের সভা ছিল এটি। তিনি বলেন, আমি কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিলাম এবং দ্বিধান্বিতও ছিলাম যে, আমি তাদের কী দৃষ্টি আকর্ষণ করব! তারা তো পূর্ব থেকেই অনেক কুরবানী করছে। কিন্তু যাহোক, আমাকে যেহেতু বলা হয়েছিল তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, আমার আশ্চর্যের কোনো সীমা ছিল না যখন আমি দেখি যে, কীভাবে উৎসাহের সাথে নারীরা নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করেছে! তিনি বলেন, তখন আমি এ কারণে লজ্জিত হই যে, স্বল্প আয়ের লোকেরা এভাবে কুরবানী করছে যার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এমনকি অনেক ধনীরাও চিন্তা করতে পারে না। নগদ অর্থ ও অলংকারের আকারে কয়েক লক্ষ রুপি(সেখানে) দান করা হয়। অনুরূপভাবে ওকীলুল মাল আউয়াল-এর রিপোর্ট রয়েছে, কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে সেসব নারীর একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে যারা নিজেদের অলংকার কুরবানী করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন আর তখন যেসব দাবি উপস্থাপন করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ছিল নারীদের কুরবানী সংক্রান্ত যে, (তারা) যেন অলংকার না বানায় অথবা কম বানায় আর কুরবানী করে।

আমি মনে করি, পূর্বে বানানো অলংকার কুরবানী করা, অর্থাৎ পূর্ব থেকেই যা রয়েছে তা কুরবানী করা নতুন অলংকার না বানানোর চেয়ে বড় কুরবানী। যে জিনিস সম্মুখে রয়েছে সেটি দেওয়া অনেক কঠিন কাজ।

অতএব আহমদী নারীরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর আহ্বানে তখনও এরূপকুরবানী করেছে আর আজও করছে। কেবল এক দেশে নয়, বরং এসব পশ্চিমা দেশসমূহেও এমন সব নারীরা রয়েছে যারা নিজেদের অলংকার দান করে থাকে, বরং সমস্ত অলংকার চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। এরপর আবার নতুন করে বানায়। তাতেও প্রশান্তি আসে না। পুনরায় তা চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়, কেননা যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, তারা স্থায়ী এবং চিরন্তন সুখ লাভ করতে চায় যা কুরবানী করা ছাড়া লাভ হয় না।

এছাড়া দরিদ্ররা রয়েছে যারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে চাঁদা প্রদান করে আর অনেকে এমন আছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্রই এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে এই চাঁদার চেয়ে অধিক হারে বাড়িয়ে এরূপভাবে দান করেন যে, তারা নিজেরাও অবাক হয়ে যায়। এমন কতিপয় ব্যক্তির ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করব। কিন্তু পাশাপাশি সেই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদেরও বলব যে, তারাও যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের কুরবানীর মানকে উন্নত করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেছিলেন, দরিদ্রদের মাঝে এমনও রয়েছে যদি তাদের দৈনিক আয়কে ভিত্তি হিসেবে ধরে সে অনুযায়ী চাঁদার হিসাব করা হয়সেক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজেদের মাসিক আয়ের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ চাঁদা প্রদান করে, কিন্তু ধনীরা কেবলমাত্র (আয়ের) দেড় শতাংশ চাঁদা দিয়ে থাকে। বরং দরিদ্রদের মাঝে এখন এমনও রয়েছে যারা আয়ের শতভাগ দিয়ে দেয় আর ধনীরা হয়ত এক শতাংশ দিয়ে থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই দরিদ্রদের শতভাগ অর্থ ধনীদের সর্বমোট অর্থের তুলনায় অনেক কম হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের কুরবানীর মান অনেক উন্নত।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৪৩)

অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বচ্ছল লোকদেরও আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ্ তা'লা কখনো ঋণী থাকেন না যেভাবে অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, তিনি সাতশ গুণ বা এরচেয়েও অধিক বাড়িয়ে প্রদান করেন। যাহোক যেমনটি আমি বলেছি, আমি কুরবানীকারীদের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি যেখানে তাদের কুরবানী এবং ঈমানী প্রেরণার বিষয়টি পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাও তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিপটে আসে।

গিনি বাসাও আফ্রিকার একটি দেশ। সেখানকার মাহমুদ সাহেব মোটর সাইকেল মেকানিক। মিশনারি সাহেব তাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কথা বলেন। তিনি তার পকেটে যত অর্থ ছিল পুরোটা বের করে (চাঁদা) প্রদান করেন যা ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা হয়েছিল। ঠিক সেই সময় তার স্ত্রী ঘর থেকে আসেন এবং বাসায় খাবার রান্নার কাজের খরচ চান। মাহমুদ সাহেব সমস্ত অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার নিয়ত করেছিলেন এবং পুরোটা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর স্ত্রীকে বলেন, ধৈর্য্য ধর। এটি শুনে স্ত্রী ফেরত চলে যায়। মাহমুদ জারগা সাহেব বলেন, তিনি এ দুশ্চিন্তাই করছিলেন যে, স্ত্রীকে কীভাবে খরচ দিবেন! ঠিক তখনই সরকারি এক অফিস থেকে ফোন আসে যে, আপনি অফিসে আসুন। যখন তিনিসেখানে পৌঁছেন তখন অফিসার বলেন, আপনি গত বছর আমাদের মোটর সাইকেল মেরামত করেছিলেন যার অর্থ আমরা আপনাকে পরিশোধ করি নি। আর এরপর তাকে এক লক্ষ নব্বই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা'র চেক প্রদান করেন। চেক পেয়ে মাহমুদ সাহেব তৎক্ষণাৎ নিজ বাসায় যান এবং তার পুত্রবধূ ও অন্যান্য সদস্যদের ডেকে বলেন, আল্লাহ্র পথে খরচ করার কল্যাণ দেখ! যে অর্থ পাওয়ার কোনো আশা আমার ছিল না তা আমার প্রভু আমাকে পাইয়ে দিয়েছেন।

ফিজির মুবাল্লেগ লিখেছেন, নান্দির এক বন্ধু আশফাক সাহেব বলেন, তিনি সফরের সময় আমার বিগত বছরের তাহরীকে জাদীদের খুতবা আর যে ঘটনাবলি আমি বর্ণনা করেছিলাম তা শুনছিলেন। তিনি বলেন, আমার উপর সেই ঘটনাবলির গভীর প্রভাব পড়ে আর আমি সেই সফরে থাকা অবস্থায় গাড়ি চালাতে চালাতে সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদকে ফোন করি যে, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দ্বিগুণ করে দিন। এরপরের ঘটনা হলো, তিনি ব্যবসা করতেন; ব্যবসার বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট প্রস্তুত হলে এ বছর তার দ্বিগুণ লাভ হয়। অতঃপর তিনি বলেন, আমার

বিশ্বাস হলো, এই দ্বিগুণ লাভ আমার পরিশ্রম এবং চেষ্টার ফলে হয় নি,বরং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই চাঁদাকে দ্বিগুণ করার কারণে অর্জিত হয়েছে।

মস্কোর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, কিরগিজস্তানের অধিবাসী রুসলান পিকিনিউ সাহেব বিগত ১৪বছর যাবত মস্কোর বাসিন্দা। তিনি (মুবাল্লেগ সাহেব) বলেন, পূর্বেও তিনি আর্থিক কুরবানী করার ক্ষেত্রে মনোযোগী ছিলেন। প্রায় এক বছর পূর্বে তিনি যখন আমার আর্থিক কুরবানী করা সংক্রান্ত খুতবা শুনেন তখন তিনি বলেন, এ খুতবা শুনে আমার অনেক ভালো লেগেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আমিও সেসকল কুরবানীকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই আর (এভাবে) তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের আয়ের দশ শতাংশ চাঁদার খাতে প্রেরণ করা শুরু করেন, কিছু সদকা হিসেবে আর বাকি চাঁদা হিসেবে। তিনি বলেন যে, তিনি গত এক বছর যাবত এ পন্থাই অবলম্বন করে আসছেন। মুবাল্লেগ সাহেবের যখন অন্যত্র বদলি হয়ে যায় তখন সেই রুশ কিরগিজস্তানি ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন এটি ছিল যে, আমি কী এখনো পূর্বের ন্যায় চাঁদা আদায় করা অব্যাহত রাখতে পারব? অতএব চাঁদা প্রদানের জন্য এই ব্যাকুলতা হচ্ছে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা মসীহ্ মওউদ (আ.) মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানকার এক জামা'তের একজন ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সানী সাহেব। তিনি যে কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন সেটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে কোম্পানির মালিক বলে দেন, সমস্ত কর্মচারীদের বেতন কর্তন করা হবে। এটি শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পান। সেটি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের শেষ মাস ছিল। মোয়াল্লেম সাহেব যখন তার সাথে যোগাযোগ করেন তখন তিনি তার সমস্যা সংক্রান্ত কোনো কথাই প্রকাশ করেন নি যে, কী সমস্যায় আছেন। বরং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে তিনি নিজ ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, পরদিনই তার মালিকের ফোন আসে যে,তার বেতন কাটা হবে না। অথচ তার অন্যান্য সহকর্মীদের বেতন কাটা হয়, কিন্তু তার বেতন সম্পূর্ণই দেওয়া হয়। তিনিও বলেন, আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদানের কারণে এমনটা হয়েছে।

মালাভি একটি দেশ রয়েছে। সেখানকার মাণ্ডচি জেলার অধিবাসী একজন পুণ্যবতী মহিলা চাষাবাদের কাজ করেন আর এটি দিয়েই তার জীবিকা নির্বাহ হয়। তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখান, কিন্তু আদায় করতে পারেন নি। বছরের সমাপ্তিতে যখন স্মরণ করানো হয় যে, যদি কারো ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা আদায় করুন। তিনি বলেন, তিনি কাজ পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন আর কাজ যেন পেয়ে যান এজন্য দোয়াও করেছেনযেন তিনি তার আয় থেকে ওয়াদা পূর্ণ করতে পারেন। অনেক চেষ্টা -প্রচেষ্টার পরও তিনি কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। একদিন তিনি মসজিদে আসরের নামায পড়ে যখন ঘরেপৌঁছেন তখন এ সংবাদ পান যে, তার নাতি তাকে পঁয়তাল্লিশ হাজার কুয়াচে (স্থানীয় মুদ্রা) উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। সুতরাং তার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে গিয়ে তার ওয়াদা পূর্ণ করেন আর বারংবার তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন যে, তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। দেখুন! দরিদ্ররাও ব্যাকুলতার সাথে চাঁদা আদায় করে থাকে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব বলেন, শিয়াংগা নামক একটি জামা'ত রয়েছে; সেখানকার একজন ভদ্রমহিলা মরিয়ম সাহেবা বলেন, মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে ফোন করে তাহরীকে জাদীদের বকেয়া চাঁদার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ঘরের ব্যয়নির্বাহের জন্য সে সময় আমার নিকট কেবলমাত্র দশ হাজার শিলিং ছিল; তা আমি চাঁদা হিসেবে প্রদান করি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করলেন যে, সেদিনই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এক লাখ শিলিং প্রতিদানস্বরূপ দেন আর তিনি বলেন, এ সবকিছু চাঁদার কল্যাণে হয়েছে।

গিনি বাসাওয়ের একজন নও-মুবাঈ উসমান সাহেব। তিনি বহু আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। যে ব্যবসাই করতেন সফল হতেন না। এই দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতে গেলেন। আর তিনি বলেন, তখন আমার কাছে একটি আওয়াজ আসে যে, 'উসমান, তুমি তোমার চাঁদা যথাসময়ে আদায় করো।' সকাল হতেই উসমান সাহেব মু বাল্লেগ সাহেবের কাছে আসেন আর নিজের স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তখন মিশনারি সাহেব তাহরীকে জাদীদ এবং আরো বিভিন্ন চাঁদা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তখন উসমান সাহেব কালবিলম্ব না করেই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করেন এবং নিজের সব চাঁদার একটি তালিকা তৈরি করে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করাও আরম্ভ করে দেন। তিনি বলেন, যখন থেকে তিনি তার সব চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা আরম্ভ করেন তখন থেকে আল্লাহ্ তা'লা তার সকল ব্যাবসা বাণিজ্যে বরকত দেন এবং তার পারিবারিক সকল দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যায়। এখন তার এটাতে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ সবকিছু তাহরীকে জাদীদ এবং বাকি সকল চাঁদা আদায় করার কল্যাণেই হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই মানুষজনকে এবং নও-মুবাঈদেরকেও স্মরণ করিয়ে থাকেন। আল্লাহ্তা'লার তো এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং তিনি স্বীয় দানে ধন্য করার জন্য এমনটি করেন।

অস্ট্রেলিয়ার একজন মুরব্বী কামরান সাহেব। তিনি বলেন, একজন সদস্য প্রায় ১০ বছর ধরে চাঁদা দেন নি। আমি তখন তার সাথে বসলাম আর তাকে আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে অবহিত করলাম, এরপর সেই সদস্য চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। আর একই সাথে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও পরিশোধ করে দেন। তিনি বলেন, কিছু দিন যেতেই তার ফোন আসে আর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার কর্মক্ষেত্রে আমার পদোন্নতি হয়েছে যার কোনো কল্পনাও আমি করি নি। এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানীর কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। যে দশ বছর ধরে চাঁদা প্রদানের প্রতি অলস ছিল সে এখন বলছে,আমি আর কখনোই চাঁদা প্রদানের প্রতি আলস্য প্রদর্শন করব না।

গাম্বিয়ার একটি গ্রামের নাম হলো নিয়ামিনাহ। স্থানীয় উসমান নামের একজন বলছেন যে, সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ তার গ্রামে যান এবং চাঁদার আহ্বান করে বলেন, এটি শুধু আর্থিক কোনো তাহরীক নয়, বরং এর একটি উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং তবলীগ করা। আপনারা যারা তাহরীকে জাদীদে অংশ নেন তারা শুধু এটি মনে করবেন না যে, চাঁদা দিয়ে দিলাম আর দারিদ্রতাও শেষ হয়ে গেল! চাঁদা তো দিয়ে দিয়েছেন, এখন নিজেদের জ্ঞানও বাড়ানো উচিত এবং তবলীগের মাঠেও অগ্রসর হতে হবে। সম্প্রতি খোদ্দাম ও আনসারদের কাছ থেকে আমি যে অঙ্গীকার নিয়েছি সেটিকে সামনে রাখুন- তবলীগের ময়দানেও আমাদের অগ্রসর হতে হবে। শুধু আর্থিক কুরবানী করেই এটা মনে করবেন না যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফেলেছি।

তাহরীকে জাদীদের একটি উদ্দেশ্য ছিল তবলীগ করা আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যার কারণে এটি শুরু করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, আমি এ থেকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হই আর আমি শুধু এই সিদ্ধান্তই নিই নি যে, আমি বয়আত করে আহমদী হব; [অর্থাৎ তিনি তখনও বয়আত করেন নি, যখন তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারেন তখন বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নেন] আর সেই সাথে ১৫০ ডেলাসি দেওয়ার ওয়াদা করেন এবং আদায়ও করেন। তিনি বলেন, তিনি চাঁদা আদায়ের পর থেকে নিজের ভিতরে এক ধরনের পবিত্র পরিবর্তন অনুভব করেন এবং তিনি অআহমদীদের মাঝে ইসলাম-আহমদীয়াতের তবলীগ করছেন এবং রীতিমতো চাঁদায়ে আমও আদায় করছেন।

গাম্বিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখছেন যে, যখন থেকে আমি চাঁদা প্রদান করা শুরু করেছি আমি আমার মাঝে আর আমার সন্তানদের মাঝে এক ধরনের বিপ্লব অনুভব করছি আর আমি দেখেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরনের প্রয়োজন পূরণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার জন্য তাঁর রাস্তায় কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়।

গিনি কোনাক্রি আফ্রিকার একটি দেশ। সেখানকার স্থানীয় মিশনারি কামারা সাহেব বলেন, একটি গ্রামে যেখানে তিনি কর্মরত আছেন সেখানকার একটি গ্রামে চাঁদা আদায়ের জন্য সফর করছিলাম। একজন নও-মুবাঈ ইমামের স্ত্রীর নিকট চাঁদার আহ্বান জানালে সেই ভদ্রমহিলা পাঁচ হাজার গিনি বের করে আকাশপানে হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ্! আমার কাছে কেবল এতটুকু অর্থই আছে যা আমি তোমার রাস্তায় দিয়ে দিচ্ছি। তুমি একে কবুল করো। তিনি সে পরিমাণ অর্থ চাঁদা দিয়ে দেন। তিনি একজন নও-মুবাঈয়া এবং আফ্রিকার গণ্ডগ্রামের অধিবাসিনী। স্থানীয় মিশনারি সাহেব বলেন, আমি গ্রাম সফর করে যখন ফেরত আসি তখন সেই ভদ্রমহিলা যিনি পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক গিনি চাঁদা দিয়েছিলেন, অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ্র সাথে আজ যে বাণিজ্য করেছি তাতে অনেক লাভ হয়েছে ! তিনি বলেন, আপনার যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমাকে আশি হাজার ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করেন যা আমার কুরবানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশি।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

গিনি কোনাক্রি থেকেই স্থানীয় মিশনারি জালু সাহেব বলেন, তাহরীকে জাদীদের আশারা পালনের সময় কুনতায়া নামক গ্রামে মোয়াল্লেম সাহেব পৌঁছালে একজন নও-মুবাঈ শেখু সাহেব যিনি ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক গিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ওয়াদা করেছিলেন, তাকে চাঁদা আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমার কাছে বর্তমানে ঘরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সর্বমোট ত্রিশ হাজার-ই আছে, কিন্তু আমি তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় উপস্থাপন করছি; এটিকে কবুল করুন। পরদিন উল্লিখিত ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ফোন আসেযে, আল্লাহ্ আমার কুরবানী কবুল করেছেন। চাঁদা আদায়ের কেবল কয়েক ঘণ্টাই অতিবাহিত হয়েছিল, আমার ছেলে আমাকে তিন লাখ ফ্রাঙ্ক ঘরের খরচাদির জন্য পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার ঈমানে আরো দৃঢ়তা দান করেছেন। জামা'ত যে চাঁদা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে তা আল্লাহ্‌র রাস্তাতেই ব্যয় হয় আর আমি এখন থেকে এভাবে কুরবানী করতে থাকব। তার এ প্রশান্তিও লাভ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা যা দান করেছে তা এজন্য যে, এ অর্থব্যয়ের স্থানও সঠিক এবং অর্থ বিফলে যায় নি।

কাজাকিস্তান থেকে এক বন্ধু বাইগা মিরযোয়েফ সাহেব নিয়মিত চাঁদা আদায় করে থাকেন। তিনি বলেন, জুন মাসে আমাকে চাকুরিচ্যুত করা হয় এবং আমার যত বেতন ছিল তা মালিকপক্ষ আদায় করে দেয়। তিনি বলেন, এখন আমি পেনশনে রয়েছি। চাকুরিচ্যুত হওয়ার কয়েক মাস পর অসুস্থতার কারণে আমাকে মূল্যবান ঔষধ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করতে হয়, কিন্তু অর্থসংস্থান না হওয়ার কারণে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতাম। পরদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার ক্রেডিট কার্ড চেক করার কথা মনে হলো। আমি জানতাম, আমার ক্রেডিট কার্ড খালি থাকবে, এতে কিছুই নেই, এতে পয়সা থাকতেই পারে না; তবুও চেক করতে মনস্থির করলাম। আমি যখন চেক করলাম তখন আমার বিস্ময়ের শেষ রইল না, কেননা কার্ডে ১ লক্ষ ৯০ হাজার স্থানীয় মু দ্রা বিদ্যমান ছিল। আমি আশ্চর্যান্বিত ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলাম। এই অর্থ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই সেই কোম্পানি যেখান থেকে আমি চাকুরিচ্যুত হয়েছিলাম আমার একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়। তিনি বলেন, তিনি কোম্পানিতে ফোন দিয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, কোম্পানির মালিক এ অর্থ তার বিশ্বস্ততা এবং সততার কারণে উপহারস্বরূপ প্রদান করেছে। তিনি বলেন, এসবই নিয়মিত তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়েরই ফলাফল।

মালয়েশিয়া থেকে এক বন্ধু ওয়াকরা সাহেব বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, ২০১৬-১৭ সালের মাঝামাঝি আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার রিংগিত ওয়াদা করেছিলাম। সেসময় আর্থিক অবস্থার কারণে আদায় করতে অক্ষম ছিলাম যা তখন সত্যিই কঠিন ছিল এবং আমার ব্যবসা সঙ্গিন হচ্ছিল। আমি চিন্তিত ছিলাম এবং ভরসা ছিল যে, ওয়াদাকৃত (চাঁদা)পুরোপুরি আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু আমি টাকা জমা করতে পারছিলাম না। আমি শুধু আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছিলাম যে, আমার নিয়্যত যদি খাঁটি হয়ে থাকে এবং জামা'ত যদি প্রকৃতই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করবেন। ওয়াদা আদায়ের শেষ দিনের আগের দিন কাকতালীয়ভাবে ব্যবসায় কিছু আয় হলো যারপরিমাণ ছিল ঠিক এক হাজার রিংগিত। আমি কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সেক্রেটারি মালের বাসায় গেলাম এবং তার কাছে এক হাজার রিংগিত পরিশোধ করলাম। এ ঘটনার পর থেকে এ জামা'তের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে যে, জামা'ত এবং ইসলামের উন্নতির জন্য আমাদের উদ্দেশ্যাবলি যদি সৎ হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই অকল্পনীয় পন্থায়স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং এটি সেই একই বিশ্বাস যা পৃথিবীর সকল দেশে বসবাসকারী আহমদীদের রয়েছে; যদিও মধ্যখানে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এভাবে ঈমান দৃঢ় করেন এবং জামা'তের সত্যতাও তাদের কাছে প্রকাশ করেন আর ঈমানকেও সু দৃঢ় করে দেন।

জার্মানির এক বন্ধু বলেন, আমার ফার্মের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কাজের পরিসর কমে যায়, যার ফলে আমার আয় কমে যায়। যে-দিন তাহরীকে জাদীদের সেমিনার ছিল সেদিন ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি শুনে আমি মনে মনে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ওয়াদা করলাম, আমি আরো পাঁচশ ইউরো অতিরিক্ত আদায় করব। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে দোয়ার জন্যও চিঠি লিখেন এবং নিজেও দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন এবং তাহরীকে জাদীদের প্রথম ওয়াদা পূর্ণ করার পরও তিনি আরো ছয়শ ইউরো আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কিছুদিন পর আরেকটি ফার্ম থেকে ফোন আসে, আপনি যদি পূর্বের ফার্ম ছেড়ে আমাদের ফার্মে কাজ করেন তবে পূর্বের ফার্মের চেয়ে এক হাজার ইউরো বেতন বেশি পাবেন। আমি চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সেই নতুন ফার্মে কাজ করব। সেই ফার্মের মালিক বলল, যেহেতু আপনি আপনার পূর্বের ফার্ম ছেড়ে এসেছেন এজন্য আপনাকে আগামী তিন মাস নিয়মিত দুই হাজার ইউরো তিন কিস্তিতে বোনাসও দেওয়া হবে আর কাজ সম্পর্কে বলে, শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার ছুটি পাবেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদে অতিরিক্ত কুরবানীর কারণে কেবল আমার বেতনই বৃদ্ধি পায় নি, বরং জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণেরও স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যায়।

আইভরিকোস্টের মুবাল্লেগ লিখেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের কাজে পোলেসো নামক গ্রামে চাঁদার আহ্বান জানাই। একজন বয়োবৃদ্ধ যিনি হতদরিদ্র ছিলেন এবং তার আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী আমাদের ধারণা ছিল, যদি দু'শ বা তিনশ ফ্রাঙ্কও দেন তবে সেটাই অনেক বেশি হবে। তিনি উঠে ঘরের ভিতরে গেলেন আর কেবল নিজের চাঁদা-ই আনেন নি বরং সাথে করে নিজের ছেলেকেও নিয়ে এসে বলেন, তুমিও চাঁদা আদায় করো। অতঃপর তিনি দুই হাজার ফ্রাঙ্ক আদায় করলেন যা তার সামর্থ্য অনুপাতে বিরাট অঙ্ক ছিল। তার ছেলেও পাঁচশ ফ্রাঙ্ক আদায় করে। এটি হচ্ছে সম্পদের ভালোবাসা উপেক্ষা করে আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের জন্য কুরবানী করার প্রেরণা।

আফ্রিকার আরেকটি দেশের নাম সেনেগাল। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, মুহাম্মদ আনজায়েসাহেব একজন দরিদ্র কিন্তু নিষ্ঠাবান আহমদী। তার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। ডাক্তার যে-সব ঔষধ লিখে দিয়েছিল সেগুলোর মূল্য পনেরো হাজার ফ্র াঙ্ক সিফা ছিল যা তার কাছে ছিল না। তিনি তার কোনো বন্ধুর কাছে ঋণ নেওয়ার জন্য যান, তার কাছ থেকে ঋণ নেন। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে যায়। নামায আদায়ের জন্য মিশন হাউজে আসেন এবং নিজের অসুস্থ স্ত্রী সম্পর্কে মুয়াল্লেম সাহেবকে বলেন আর তখনো বিস্তারিত বলেন নি, কেবল বলা আরম্ভ করেছেন, তার পূর্বেই মুয়াল্লেম সাহেব নিজের কথা বলা আরম্ভ করেন এবং তাহরীকে জাদীদের আশারা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করুন, তাহলেআল্লাহ্ তা'লা সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করবেন। যাহোক, তিনি নিজের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে বলেন, আমি দু -চারদিন পর আদায় করব, এখন তো আমার একটু অসুবিধা আছে। এখনই স্ত্রীর ঔষধ ক্রয়ের জন্য ধার নিয়েছি, সেগুলো আগে কিনতে হবে। যাহোক, তিনি মিশন হাউজ থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর আবার ফিরে এসে বলেন, মি শন হাউজ থেকে বের হতেই আমি অনুভব করি, আমাকে মু য়াল্লেম সাহেব আহ্বান জানিয়েছেন, আমি তো এই তাহরীকে কিছুই আদায় করলাম না! এতে আমার মন ভারী হয়ে গেল, তাই আপনি এই পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা তাহরীকে জাদীদ খাতে (রশিদ) কাটুন। আমি কেবল আবশ্যিক ঔষধগুলোই কিনব। এটি বলে তিনি রশিদ নিয়ে চলে যান। মিশন হাউজ থেকে বের হয়ে তখনো ফার্মেসিতে পৌঁছান নি, এরই মাঝে একটি ফোন আসে। (কল করে) এক ব্যক্তি বলেন, আমি একটি খাট বানাতে চাই। আমি ক্রেডিট ব্যাংকে অর্ডার করে মোবাইলে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ট্রান্সফার করছি। আপনার স্ত্রী সুস্থ হওয়ার পর আমার খাট বানিয়ে দিবেন।অবশিষ্ট পাওনা পরে পরিশোধ করব। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি ফার্মেসি যাওয়ার পরিবর্তে মিশন হাউজে পুনরায় ফিরে আসেন এবং মুয়াল্লেম সাহেবকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বলেন, চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন আর আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অর্থ লাভ করেছি।

সেনেগাল থেকে মু য়াল্লেম সাহেব বর্ণনা করেন, একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু ওয়াগান সাহেব তাহরীকে জাদীদ খাতে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফার ওয়াদা করেন। তাকে বলা হয়, তাহরীকে জাদীদের বছর সমাপ্ত হওয়ার পথে, আপনার চাঁদা এখনো বকেয়া আছে। তিনি বলেন, এখন তো আমার কাছে কোনো অর্থ নেই, কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না; সময় শেষ হওয়ার

**যুগ ইমামের বাণী**

**ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।**

**(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

**যুগ ইমামের বাণী**

**যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)**

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)**

পূর্বেই আমি আদায় করব, এতে আমার নিজ জামাকাপড় বিক্রি করে আদায় করতে হলেও তা করব। এই ছিল তার আবেগ। মু য়াল্লেম সাহেব বলেন, কিছু দিন পর তিনি আমার ঘরে এসে বলেন, আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা গ্রহণ করুন। আর বলেন যে, তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি আরো বলেন, আজই অবিশ্বাস্যভাবে আমার মেয়ে আমাকে টাকা পাঠিয়েছে, তাই সর্বপ্রথম আমি চাঁদা দিতে এসেছি। জামা'তে এ ধরনের নিষ্ঠাবান সদস্য আছেন। কোনো কিছুরই তারা পরোয়া করেন না।

নাইজারের আমীর সাহেব বলেন, একজন মুয়াল্লেম সাহেব যার স্ত্রী গৃহিণী, নিজের কোনো আয় নেই, মু য়াল্লেম সাহেবই তার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা আদায় করতেন। তার স্ত্রী যখন জানতে পারেন তখন তিনি বলেন, এ বছর আমার চাঁদা আমি নিজে আদায় করব এবং আমার ওয়াদা আট হাজার সিফা লিখুন। তার মুয়াল্লেম স্বামী বলেন, কীভাবে আদায় করবে? তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার কুরবানী আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করবেন। অতঃপর এমনই হলো যে, কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তার প্রতিবেশী এক মহিলা তার কাছে এসে বলেন, আপনি সেলাইয়ের কাজ জানলে আমার কাপড়গুলো সেলাই করে দিন। আর সেই সাথে তিন হাজার সিফা অগ্রীম প্রদান করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলো তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করেন। এরপর তার কাছে এতো অধিক পরিমাণে কাজ আসে যে, তিনি খুব সহজেই নিজ চাঁদা পরিশোধ করেন।তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক দিকে মহিলারা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-কে লিখেছিলেন, আজকে আপনি বলেছেন, পাঁচ টাকা বা দশ টাকা দাও। এত পরিমাণ অর্থ আমরা একসাথে দিতে পারব না। আমরা এক-দুই টাকা করে আদায় করতে সক্ষম। আমাদেরকে মাসিক হারে তা আদায় করার অনুমতি প্রদানের আবেদন করছি। এই আবেগ যা তখন দেখানো হয়েছিল তা আজও বিদ্যমান আছে, বরং সেই লোকদের মাঝে আছে যারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসে আছেন। যুগ-খলীফার আওয়াজ সরাসরি তো শুনে থাকেন কিন্তু তারা বুঝেন না, অধিকাংশ ভাষাও জানেন না, কিন্তু নিষ্ঠায় তারা অগ্রসর।

সেনেগালের মুয়াল্লে ম সাহেব লিখেছেন, একটি জামা'তের নাম তাম্বাকুন্ডা, (এই জামা'তের সদস্য) সাঈদী সাহেবের গরু ও ভেড়ার একটি পাল রয়েছে। মোয়াল্লেম সাহেবের কাছে তিনি ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, তাহরীকে জাদীদ কী? তিনি আহমদীদের কাছে শুনেছিলেন, আহমদী সদস্যদের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া উচিত। মোয়াল্লেম সাহেব তাকে তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে বিস্তারিত অবগত করেন এবং এ-ও বলেন যে, আজকাল তাহরীকে জাদীদের আশারা চলছে। উল্লিখিত ব্যক্তি বলেন, তার পিতা অনেক সম্পদশালী মানুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি যাকাত এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন অথচ মৌলভীদের খুব সেবাযত্ন করতেন। তার পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অনেক গবাদি পশুপালের মালিক হন, কিন্তু তারও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় নি। মোয়াল্লেম সাহেব তাকে যখন যাকাত এবং অন্যান্য চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন তখন তিনি একটি গরু এবং দুটি ভেড়া চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন এবং বলেন, একটি ভেড়া বিশেষভাবে তাহরীকে জাদীদের জন্য দেয়া হলো। এর সাত দিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, গবাদি পশুপালের মাঝে এক বিশেষ ধরনের মহামারী ছড়িয়ে পড়ছে যার ফলে পশুর শরীর থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং পশু মারা যায়। তিনি যেহেতু নিজেও একটি বড় পশুপালের মালিক তাই তিনি স্বপ্নের মাঝে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নেই ভাবেন, তারও তো পশুপাল আছে। তাই স্বপ্নেই তিনি দোয়া করে বলেন, হে খোদা! আমার পশুপালের হেফাজত করো। তখন স্বপ্নেই উচ্চস্বরে তিনি শুনতে পান, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার ফলে তোমার পশুপাল নিরাপদ থাকবে। স্বপ্নের মাঝেই তিনি একটি কাগজ দেখেন যার প্রথম লাইনে লেখা ছিল, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং তার নামও সেখানে লেখা ছিল। এরপর তার ঘুম ভেঙে যায়। তৎক্ষণাৎ মোয়াল্লেম সাহেবকে ফোন করেন এবং স্বপ্নের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আপনাকে যে রশিদ দেওয়া হয়েছে এর সবচেয়ে ওপরের লাইন পড়ে দেখেন, সেখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-ই লেখা রয়েছে এবং এর নিচে আপনার নামও লেখা আছে। এছাড়া তো আর কিছু পড়তে পারতেন না; আর এর নিচে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন রশিদও দেখলাম তখন স্বপ্নের এই ঘটনা আমার ঈমানে প্রবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাও অদ্ভুত সব পদ্ধতিতে পথ দেখান!

তানজানিয়ার শিয়াংগা প্রদেশের ঘটনা। সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেব লেখেন, একটি জামা'তের একজন নও-মোবাঈ আহমদী বুযুর্গ রমযান সাহেব তাহরীকে জাদীদ খাতে বড় অঙ্কের চাঁদা প্রদানের ওয়াদা করেন। জমিজমা চাষাবাদ করে তিনি দিনাতিপাত করতেন আর অনাবৃষ্টির ফলে অনেক কৃষকের ফসল ভালো হয় নি। রমযান সাহেব বলেন, তিনি সবসময় এই দুশ্চিন্তায় থাকতেন যে, তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা কীভাবে পূরণ করবেন। তিনি বলেন, আমি এই দুশ্চিন্তার মাঝে দিন কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ একদিন আমার এক আত্মীয় ফোন করেন যিনি দীর্ঘদিন আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করছিলেন না। তিনি ফোন করে বলেন, আমি আপনাকে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি, তা দিয়ে আপনি নিজ পরিবারের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিয়েন। সেই বুযুর্গ যখন টাকা হাতে পেলেন তখন সোজা সেক্রেটারি মাল সাহেবের কাছে গেলেন এবং নিজ ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা দিয়ে দিলেন, এমনকি কিছুটা অতিরিক্তও দিলেন। তার ভাষ্যমতে, আমার আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন যেন আমি আমার ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে পারি।

অতএব এই ছিল নবাগত আহমদীদের কুরবানীর মান। একদিকে বিরোধীরা জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নও-মোবাঈনদের হৃদয়ে জামা'তের জন্য কুরবানীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করছেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃতও করছেন।

আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্জ্বলনকৃত বাতি বিরোধীদের ফুৎকারে কীভাবে নির্বাপিত হতে পারে! যতই চেষ্টা করুক না কেন বিরোধীদের কপালে অসফলতা ও ব্যর্থতাই লেখা আছে আর জামা'ত পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উন্নতি করে চলেছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের সূচনা এ কারণেই করেছিলেন কেননা তখন জামা'তের বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে বিদ্রোহ করা হচ্ছিল , এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছিল।

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যই ছিল তবলীগের মাধ্যমে যেন জামা'ত বৃদ্ধি করা হয় আর পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়াতেরমাধ্যমে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা হয়। সুতরাং এরা আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে এসেছে যারা ঈমান, বিশ্বাস এবং কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ঘটনা তো অসংখ্য রয়েছে কিন্তু এখন সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাহরীকে জাদীদের বরাতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করছি, পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করছি। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, জামা'তের বিরুদ্ধে সবদিক থেকে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছিল। বিশেষ করে আহরার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল আর তাদের এই স্লোগান ছিল, আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে; কাদিয়ানের নামনিশানা মিটিয়ে দেবে। আর কাদিয়ানের প্রত্যেকটি ইট খুলে নেওয়ার পরিকল্পনাও হচ্ছিল। এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবর এবং পবিত্র স্থানসমূহের অবমাননা করারও পরিকল্পনা ছিল। আর সে সময় ইংরেজ সরকার থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সরকারের সুদৃষ্টিও প্রত্যক্ষ হচ্ছিল। সে সময়ে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার পরিবর্তে তাদের সমর্থন করা হতো। যাহোক, সেই পরিস্থিতিতে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) জামা'তের সদস্যদেরকে একটি কর্মপরিকল্পনা দিয়ে তাহরীক করেন যেখানে আর্থিক কুরবানীর বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি ১৯৩৪ সালের ঘটনা। নভেম্বর মাসে তিনি কিছু খুতবা প্রদান করেন যাতে কিছু ভূমিকা এবং পটভূমি বর্ণনা করেন যে, কেন আমি এই তাহরীক করতে চাই। তখন তিনি (রা.)(বিষয়টি) শুধুমাত্র উল্লেখ করেছিলেন আর তখনও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি, তদুপরি নিষ্ঠাবান সদস্যবৃন্দ সব ধরনের কুরবানী করার জন্য তাঁ কে লেখা আরম্ভ করল যাতে তিনি সন্তুষ্টির প্রকাশও করেন এবং বলেন, আমি এর বিস্তারিত বিবরণ এ কারণে উল্লেখ করছি যেন জামা'তের সদস্যবৃন্দ কু রবানী করার জন্য প্র স্তু ত থাকে। কেননা অনেক সময় অনেক দীর্ঘ কুরবানী করতে হয়, আর যেন মহিলা এবং শিশুরাও এর জন্য প্রস্তু তি গ্রহণ করতে পারে। এটি শুধুমাত্র পুরুষদেরই কাজ নয় বরং মহিলাদেরও নিজেদের দায়িত্বাবলি উপলব্ধি করা উচিত। যদিও প্রত্যেক আহমদীর জন্য সে সময় এটি আবশ্যক ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার অনুপম দৃষ্টান্ত জামা'তের সদস্যরা দেখিয়েছেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪১১)

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"**

**(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যাহোক, ১৯৩৪ সালে তিনি একটি তহবিলের ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, আমাদেরকে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের সমুচিত উত্তর দিতে হবে। তাদের মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নয় বরং তবলীগ করার মাধ্যমে, কেননা শত্রুরা এ সুযোগ একারণেই পেয়েছে যে, আমরা পরিপূর্ণ ভাবে তবলীগের দায়িত্ব পালন করি নি। যে গুরুত্বের সাথে এবং চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের পরিকল্পনা করা উচিত তা আমরা করি নি। আহমদীয়াতের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য যে চেষ্টা করা উচিত তা আমরা করি নি। সেটির দায়িত্ব যেভাবে পালন করা উচিত সেভাবে পালন করা হয় নি। তিনি (রা.) সে সময় জামা'তের সামনে একটি কর্মপদ্ধতি রাখেন যাতে তিনি নিজেদের সংশোধন এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সেখানে কুরবানীর তাহরীকও করেছেন যা সাতাশ হাজার রুপির সমপরিমাণ ছিল, যা তিন বছরের মধ্যে আদায় করতে হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ জামা'তকে যুগ-খলীফার আহবানে 'লাব্বায়েক' বলার মাধ্যমে এক লাখ রুপি এক বছরের মধ্যেই আদায় করার তৌফিক প্রদান করেছেন। সে সময় জামা'তের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করলে এটি অনেক বড় কুরবানী ছিল। সে সময় স্বল্প পরিমাণে কুরবানী হতো। সে সময় নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের অভুক্ত রেখে কুরবানী করার যে দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে এমন ভাবে গ্রহণ করেছেন যে, পৃথিবীতে তবলীগ করার অলৌকিক কিছু পথ খুলে যায়।শুধুমাত্র তা-ই নয় বরং সেই কুরবানীসমূহ কেবল তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; আজও এরকম দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়শ দেখতে পাই যেমনটি আমি এসব ঘটনাবলিতে বর্ণনা করেছি। যাই হোক, যেভাবে তারা আর্থিক কুরবানী করেছেন তদ্রুপ ধর্মের খাতিরে তারা নিজেদের জীবনও উৎসর্গ করেছেন। দূরদূরান্তে র বিভিন্ন দেশে তবলীগ করার জন্য গিয়েছেন এবং কতককে বন্দি অবস্থায় বিভিন্ন কষ্ট ও নিপীড়নও সহ্য করতে হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রারম্ভে এই তাহরীককে দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিন বছর থেকে দশ বছরে বৃদ্ধি করেছিলেন। এরপর দশ বছর পূর্ণ হবার পর এর উত্তম ফলাফল প্রকাশিত হলে এবং এর চাইতেও অধিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের ইচ্ছানুযায়ী এটির সময়কালকে আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং এরপর এটি একটি স্থায়ী তাহরীকের রূপ নেয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৫, পৃ: ৬৯৯-৭০০) (খুতবাতে মাহমুদ, খন্ড-১৮, পৃ: ৫৯১)

বর্তমানে আমরা আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সহযোগিতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি সেটি প্রাথমিক সময়ের এই সকল লোকেদের কুরবানীরই ফলাফল যা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেছেন। বরং এখনও নতুন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে এই তাহরীকে এবং আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, যেমনটি আমি পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাবলিতে বর্ণনা করেছি।

প্রাথমিক যুগে কুরবানীকারীদের বংশধরদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের কুরবানীসমূহ স্মরণ করে যেখানে নিজেদের পরবর্ত ীপ্রজন্মের মাঝে কুরবানীর ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে, সেখানে নিজেদের প্রতি যে অনুগ্রহ হয়েছে তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদেরও বেশি বেশি কুরবানী করা উচিত।

যাহোক,এই তাহরীক অনুযায়ী যারা প্রাথমিক অংশগ্রহণকারী ছিলেন তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছিল আর এরা তাহরীকে জাদীদের দফতরে আউয়াল (প্রথম রেজিস্টার)-এর মুজাহিদ ছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে বিশেষ তাহরীক করা হয়যে, তাদের কুরবানীসমূহকে জাগরুক রাখার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করতে থাকা উচিত।

(খুতবাতে তাহের, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৬৫)

আর এরপর আমিও যখন পঞ্চম রেজিস্টার আরম্ভ করলাম তখন এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাদের সকলের চাঁদার খাত সচল আছে। দফতরে আউয়ালের মুজাহিদগণের যখন দশ বছর পূর্ণ হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) দ্বিতীয় রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করেন আর এতে পরবতীতে আগমনকারীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর সময়কাল তিনি (রা.) উনিশ বছর নির্ধারণ করেছিলেন আর বলেছিলেন, এরপর থেকে এই রেজিস্টার উনিশ বছর অন্তর অন্তর প্রতিষ্ঠা হতে থাকবে, অর্থাৎ প্রতি উনিশ বছর পর। একটি রেজিস্টারের ব্যাপ্তিউনিশ বছরের হবে, আর এরপর পরবতী রেজিস্টার আরম্ভ হয়ে যাবে। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৫, পৃ: ৭৩১-৭৩২)

কাজেই এই নিয়ম অনুযায়ী দফতরে সওম (তৃতীয় রেজিস্টার) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) আরম্ভ করেন। কিন্তু যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী উনিশ বছর পর ১৯৬৪ সালে এই রেজিস্টার আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.) তার অসুস্থতার দরুন এর ঘোষণা দিতে পারেন নি, এজন্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) বলেন, এই রেজিস্টারের ঘোষণা বাহ্যত আমি দিলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর প্রতি আরোপিত হবে আর আল্লাহ্ আমাকেও এর পুণ্য প্রদান করবেন। এর ঘোষণা ১৯৬৬ সনে হয়েছিল তবে তিনি (রাহে.) বলেন, এর সময়কাল ১৯৬৫ সনের নভেম্বর থেকে গণনা করা হবে।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৮)

এরপর ১৯৮৫ সনে চতুর্থ রেজিস্টার আরম্ভ করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর রাবে (রাহে.)। (খুতবাতে তাহের, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৭০)

এরপর এই রেজিস্টার উনিশ বছর অতিক্রান্ত করার পর ২০০৪ সনে যখন এর সময়কালের ইতি ঘটে, তখন আমি পঞ্চম রেজিস্টার আরম্ভ করি আর আজ পুনরায় উনিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি ষষ্ঠ রেজিস্টারের ঘোষণা প্রদান করছি। এখন নতুন অংশগ্রহণকারী নও-মুবাঈন আর নতুন জন্মগ্রহণকারী শিশুরাও যারা পূর্বের কোনো রেজিস্টারে নেই- ষষ্ঠ রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাজেই জামা'তের ব্যবস্থাপনা তদনুযায়ী নিজেদের জামা'তসমূহে এই ধারা অনুযায়ী আমল করুন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন নতুন রেজিস্টারের ঘোষণা দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন,এরপর অর্থাৎ দ্বিতীয় রেজিস্টারের পর তাহরীকে জাদীদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রেজিস্টারওআসবে আর আমরা ধর্মের জন্য কুরবানী অব্যাহত রাখব। যেই দিন আমরা ধর্মের জন্য সংগ্রাম করা পরিত্যাগ করব আর যেই দিন আমাদের মাঝে সেই লোকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা বলে বসবে, প্রথম রেজিস্টার, দ্বিতীয় রেজিস্টার, তৃতীয় রেজিস্টার, চতুর্থ রেজিস্টার, পঞ্চম রেজিস্টার, ষষ্ঠ রেজিস্টার ও সপ্তম রেজিস্টারও অতিবাহিত হয়ে গেল, আমরা আর কতকাল এধরনের কুরবানী অব্যাহত রাখব? কোথাও না কোথাও এর ইতি টানা দরকার। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এমন কথা যখন লোকেরা বলতে আরম্ভ করবে, এর মাধ্যমে তারা এই বিষয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে যে, এখন আমাদের আধ্যাত্মিকতা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে আর আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমরা আশাবাদী, তাহরীকে জাদীদের এই সময়কাল অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলবে আর ঠিক যেভাবে আকাশের তারা গুণে শেষ করা যায় নাতেমনিভাবে তাহরীকে জাদীদের সময়কালও গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলেছিলেন যে, তোমার বংশধর গণনা করা সম্ভব হবে না এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা ধর্মের অনেক কাজ করেছে, একই অবস্থা তাহরীকে জাদীদের। তাহরীকে জাদীদের যুগও যেহেতু মানুষের নয় বরং ধর্মের জন্য কুরবানীর উপকরণের সমষ্টির, এজন্য এর যুগও যদি গণনা করে শেষ করা না যায় তাহলে এটি ইসলাম এবং আহমদীয়াতের দৃঢ়তার মহান ভিত্তি হবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৭, পৃ: ৬৫)

সুতরাং এই চেতনার সাথে প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের কুরবানীর মানদণ্ডকে সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীকারীদের কীভাবে পুরস্কৃত করেন এর কিছু ঘটনাবলী আমি বর্ণনা করেছি।

এটি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য যে, এটি একটি ঐশী তাহরীক।

একইভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষিতে একে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে এক স্থলে এটিও বলেছিলেন যা আমি নিজ ভাষায় বর্ণনা করছি: তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা এটি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত, অর্থাৎ এর মাধ্যমে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাও দৃঢ় হবে। এটি আর্থিক কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলার ভিত্তি হবে। এটি অগ্রদূত অর্থাৎ সামনে সামনে চলে। সংবাদ প্রেরণকারী একটি দল যে থাকে সেটির মতো;লোকদেরকে বার্তা দিতে থাকবে যে, একটি মহান ব্যবস্থাপনা এর পরে আসতে যাচ্ছে যা ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা আখ্যায়িত হবে।

(নিযামে নও, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ৬০০)

যেভাবে ২০০৫ সালে ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাহরীক করতে গিয়ে আমি এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলাম, ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে খেলাফত ব্যবস্থাপনারও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এখন ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথেই কুরবানীর মানও বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রথমে কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই তাহরীকে জাদীদের ব্যবস্থাপনা। এদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। সুতরাং এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

আল্লাহ্ তা'লা জামা 'তের উচ্চবিত্ত শ্রেণীকেও এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কিছু ভালো উপার্জনকারীও অনেক মনোযোগ দেন, কিন্তু এখনো এতে অনেক লোকের

অন্তর্ভু ক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে যারা নিজেদের উপায়উপকরণ অনুযায়ী চাঁদা দিতে পারে। যেভাবে আমি বলেছি, দরিদ্ররা কুরবানীতে অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু ধনীদেরও এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এখন আমি গত বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। তাহরীকে জাদীদের কী ফলাফল সেটা আমি প্রথমে বলে দেই যেন আমাদের সামনে চিত্রটি ফুটে ওঠে যে সূচনাতে কী ছিল। আমরা তো কাদিয়ানের বাইরে ছিলাম না অথবা ভারতে সীমিত আকারে ছড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন পৃথিবীর ২২০টি দেশে মোট মসজিদের সংখ্যা নয় হাজার তিনশ'র অধিক।

মিশন হাউজের সংখ্যা তিন হাজার চারশ'র অধিক। আরো ডজন ডজন মসজিদ এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে, মিশন হাউজও নির্মাণাধীন রয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, এটিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পবিত্র কুরআনের অনুবাদও হচ্ছে। সাতাত্তরটি (৭৭) ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষায় বই-পুস্তক ছাপছে, অনুবাদ হচ্ছে। আরো অসংখ্য কাজ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে হচ্ছে যা এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যদিও এতে অন্যান্য চাঁদাও অন্তর্ভু ক্ত হয়েছে, কিন্তু তাহরীকে জাদীদের এতে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এখন আমি নতুন বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। তাহরীকে জাদীদের উননব্বইতম বর্ষ ৩১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে, এখন নব্বইতম বর্ষে পদার্পণ করছে।

এই বছর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ১ কোটি ৭২ লক্ষ পাউন্ড কুরবানী উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্, যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় সাত লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বেশি।

জার্মানি জামা'ত এই বছরও বিশ্বজুড়ে সব জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ও নিজেদের এই সম্মান অক্ষুণ্ন রেখেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে পাকিস্তানসহ পুরো বিশ্বের মুদ্রাহার প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি স্থানীয়ভাবে সবাই নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করেছে।

পাকিস্তান বাদে জার্মানি প্রথম স্থানে, কেননা যেভাবে আমি বলেছি তারা সবার মাঝেই প্রথম স্থান অর্জন করেছে, সবার ওপরে রয়েছে। জার্মানি প্রথম, এরপর যুক্তরাজ্য, এরপর কানাডা; তারা এবছর তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে, যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ স্থানে চলে গেছে। পঞ্চম স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ষষ্ঠ স্থানে ভারত, সপ্তম স্থানে অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে আবার মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, আর দশম স্থানে ঘানা। এখানেও অনেক মুদ্রার মান হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘানা এবছরও তাদের দশম স্থান ধরে রেখেছে।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য জামা'ত হলো- আয়ারল্যান্ড, মরিশাস, হল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, কাজাকিস্তান, জর্জিয়া ইত্যাদি।

আফ্রিকান দেশগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে- ঘানা, মরিশাস, নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন।

অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ষোলো লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজারের অধিক। এর মাঝে বেশি কাজ করেছে এমন দেশগুলো হলো- গিনি কোনাক্রি, জ্যামাইকা, কিরগিজস্তান, জাম্বিয়া, নেপাল, ঘানা, কেনিয়া, তানজানিয়া, কঙ্গো কিনসাশা, কঙ্গো ব্রাজভিল, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, আইভোরি কোস্ট এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলো- রডেরমার্ক, রোডগাও, কিল, ওসনাব্রুক, পিনিবার্গ, নুইস, নিডা, কোলোন, মেহেদীয়াবাদ, ফ্লোরেসহাইম।

এমারত জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে আছে হামবুর্গ, এরপর যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফুর্ট , গ্রোসগিরাউ, উনযবাদেন, ডিস্টেনসবাখ, রিডস্টাড, উইযেলহাইম, মরফিলডেন, ওয়ালডোর্ফ , ডার্ম স্টাড, মানহাইম।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি রিজিওনের মাঝে বাইতুল ফুতুহ প্রথম স্থানে, এরপর যথাক্রমে ইসলামাবাদ, মিডল্যান্ডস, মসজিদ ফযল এবং বাইতুল এহসান।

যুক্তরাজ্যের বড় জামা'তগুলোর মাঝে ফার্নহাম প্রথম, এরপর যথাক্রমে উস্টার পার্ক, সাউথচিম, ইসলামাবাদ, ওয়ালসল, এশ, জিলিংহাম, অল্ডারশট সাউথ, ইউল, ব্র্যাডফোর্ড নর্থ ।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে- স্পেন ভ্যালী, সোয়ানজি, নর্দাম্পটন, নর্থ ওয়েলস, নিউ পোর্ট।

কানাডার এমরাত জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম ভন, এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরি, পিস ভিলেজ, ভ্যাংকু ভার, মিসিসাগা, টরন্টো। কানাডার ছোট জামা'তগুলো হলো হ্যামিল্টন অল্টন, ওটাওয়া ইস্ট, ব্র্যাডফোর্ড ইস্ট, হ্যামিল্টন ওয়েস্ট, মন্ট্রি য়াল ওয়েস্ট, উইনিপেগ, রেজাইনা,লাইডমিনিস্টার, এবোটসফোর্ড । আমেরিকার জামা'তসমূহ হলো প্রথম স্থানে মেরিল্যান্ড, এরপর যথাক্রমে নর্থ ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস, সিয়াটল, শিকাগো, সিলিকন ভ্যালি, ডেট্রয়েট, হিউসটন, অশকোশ, নর্থ জার্সি, সাউথ ভার্জিনিয়া, সেন্ট্রাল জার্সি, ডালাস।

পাকিস্তানে সাধারণভাবে প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। জেলাগুলোর মাঝে প্রথম ফয়সালাবাদ, এরপর যথাক্রমে গুজরানওয়ালা, গুজরাত, উমরকোট, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, লুধরাঁ, ভাওয়ালপুর, কোটলি, আযাদ কাশ্মির, জেহলাম।

আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তানের শহরের জামা'তগুলোর মাঝে এমারাত টাউনশিপ লাহোর, এমারত আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, এমারত দারুয যিকর লাহোর, এমারত আযিযাবাদ করাচি, এমারত মোগলপুরা লাহোর, মুলতান, এমারত বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, কোয়েটা, পেশাওয়ার।

ছোট জামা'তগুলোর মাঝে খোখর গারবি, চোন্ডা, কোট শরীফ আবাদ, বশীর আবাদ সিন্ধ, খারিয়া, হায়াত আবাদ, পিন্ডি ভাগো, দারুল ফযল কুনরি, নওয়াজাবাদ ফার্ম , খায়েরপুর।

ভারতের দশটি প্রদেশের মাঝে এক নম্বরে কেরালা, তামিলনাড়ু , কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বাঙ্গাল, দিল্লি, মহারাষ্ট্র। কুরবানীর দিক থেকে দশটি জামা'ত কোয়েম্বেটুর, তামিলনাড়, কাদিয়ান, হায়দ্র াবাদ, কালিকট, মুঞ্জেরী, মেলাপালায়াম, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, কেরোলাই, কেরাং।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'ত হলো মেলবোর্ন , লং ওয়ারেন, মেলবোর্ন বেরউইক, মার্সডেন পার্ক, পেনরিথ, পার্থ, এডিলেইড ওয়েস্ট, ক্যাসল হিল, ব্রিসবেন লোগান ইস্ট, প্যারামাটা, মেলবোর্ন ক্লাইড; এগুলো তাদের দশটি জামা'ত।

আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও সংখ্যায় সমৃদ্ধি দান করুন এবং তারা পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হোক।

ফিলিস্তিনিদেরকে দোয়াতে সর্বদা স্মরণ রাখুন, তাদেরকে ভুলে যাবেন না। নারী ও শিশুরা যে অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আল্লাহ্ তাদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

**********

(১ম পাতার পর.....)

কারনাইন নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তার মধ্যে এই গুণগুলি বিদ্যমান কি না। বিশেষ করে, সে ইলহাম লাভকারী এবং খোদার প্রিয়ভাজন কি না সে বিষয়টি জানা দরকার।

এ বিষয়টি তো পূর্বেই নির্ধারণ হয়ে গেছে যে, মেডিস এবং পারস্যের সম্রাটদের মধ্য থেকেই কোন একজনকে জুলকারনাঈন হিসেবে বোঝানো হয়েছে। কেননা, দানিয়েল এর স্বপ্ন তাদেরকেই জুলকারনাঈন এর নাম দিয়েছে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, এদের মধ্যে কোন সম্রাটের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যবলী বিদ্যমান ছিল। সর্বপ্রথম ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ইলহাম প্রাপ্তির বিষয়টি।। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, পারস্যের বাদশাহদের মধ্যে একজন বাদশাহ ছিলেন, যিনি ইলহাম প্রাপ্ত হতেন, যাঁর পুণ্য ও তাকওয়ার প্রশংসা অন্যান্য নবীর বাণীতে পাওয়া যায়। সেই বাদশাহর নাম হল খোরস যাকে ইংরেজিতে সাইরাস বলা হয়। ইয়াসিয়া নবীর বাণী থেকে স্পষ্ট হয় যে, খোরাস নামের মেডিস ও পারস্য সম্রাটকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আশিস দান করা হয়েছিল। কেননা তাকে মসীহ বলা হয়েছে। (এ ঘটনা স্মরণ রাখতে হবে যে, খোরাস তথা জুল কারনাঈনকে মসীহ বলা হয়েছে এবং মসীহ মওউদ কে জুল কারনাঈন বলা হয়েছে) অতঃপর লেখা আছে যে, তাকে খোদা তা'লা বিশেষ কৃপাবশত রাজত্ব দান করেছিলেন। জুলকারনাঈন সম্পর্কে কুরআন করীম একথাই বলেছে। إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا আমরা তাকে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং প্রত্যেকটি জরুরী বিষয় অর্জন করার উপায় দান করেছিলাম। আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমার অগ্রভাগে চলব আর তোমার বক্র স্থানগুলিকে সোজা করব। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তিনি অনেক বেশি সফর করবেন। কুরআন করীম থেকে একথাই স্পষ্ট হয়। এরপর ইসুয়ার ইলহামে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি খোদাবন্দ বনী ইসরাঈলের খোদা যে তোমাকে নাম ধরে ডেকেছে। কুরআন করীমেও বর্ণিত হয়েছে 'ইয়া জালকুরনাঈন' অর্থাৎ আমরা জুল কারনাঈন নামে ডেকেছি। এরপর লেখা আছে, আমি তোমাকে দয়াবশত ডেকেছি। এরপর লেখা আছে, যদিও তুমি আমাকে জান না, এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি তওরাতের দেওয়া নামে খোদা তা'লার উপাসনা করতেন না, বরং অন্য কোনও নামে আল্লাহ্‌র উপাসনা করতেন। অতএব, ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি যুরাথিস্ত নবীর অনুসারী ছিলেন।

( তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৯৫)

একইভাবে আহযাবের যুদ্ধেও তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.)'র পরামর্শকে প্রাধান্য দেন এবং খন্দক বা পরিখা খনন করান।

শূরায় স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের এই তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের সাহাবীদের ওপর এত বেশি প্রভাব ছিল যে, তাঁরা যখন যেখানেই কোন পরামর্শকে কল্যাণকর মনে করতেন নিঃসঙ্কোচে তা প্রদান করতেন।

এরই একটি দৃষ্টান্ত হল বদরের যুদ্ধের ঘটনা।এই যুদ্ধে তিনি (সা.) একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। একজন সাহাবী হুবাব বিন মুনযের (রা.) সরাসরি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনি যে জায়গায় অবস্থান নিয়েছেন তা কি কোন ঐশী নির্দেশনার আলোকে নাকি আপনি স্বয়ং এই জায়গা নির্বাচন করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, এই স্থানটি যেহেতু উঁচু তাই আমি ভাবলাম যে রণ-কৌশলের দৃষ্টিকোন থেকে এটি উত্তম হবে। একথা শুনেহুবাব বিন মুনযের (রা.) বিনয়ের সাথে বলেন, যদি তাই হয় তাহলে এই স্থান সঠিক বলে মনে হয় না।

বাক স্বাধীনতার কত মহান দৃষ্টান্ত এটি যে, একজন সাধারণ মানুষ মদীনা রাষ্ট্রের শাসক ও মহানবী (সা.)-এর সামনে নির্ভয়ে নিজের মত প্রকাশ করছেন। আর মহানবী (সা.)ও এই সাহসিকতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি বরং সাধারণ মানুষের মত জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই মতামতের পেছনে যুক্তি বা কারণ কি? তিনি যখন নিজের মতামতের গুরুত্ব তুলে ধরেন, তিনি (সা.) সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে নেন।

এরপর ইসলাম বাক স্বাধীনতা চর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আদর্শ পরিবেশ-পরিস্থিতি উপহার দিয়ে দয়া ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করার পাঠ দিয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হল,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ

(সূরা আলে ইমরান: ১৬০)। অর্থাৎ, যদি লোকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাও আর তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্পর্কের বন্ধনকে বিভেদ ও ঘৃণার ফাঁটল থেকে রক্ষা করতে হয় তাহলে লোকদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বল। কঠোর হয়ো না। যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন কঠোর আচরণ প্রকাশও পেয়ে যায় তবে ক্ষমা ও ক্ষমতাসুলভ ব্যবহার করে বিষয়ের নিষ্পত্তি করো; আর তাদের ভুলের বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

এই ঐশী নির্দেশ শিরোধার্য করে মহানবী (সা.)ও উপদেশ দিয়েছেন যে, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুর রাফকা ফীল আমরে কুল্লিহি। অর্থাৎ, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা নম্রতা পছন্দ করেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর (ব্যবহারিক) আদর্শ দ্বারা এর সুমহান দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন।

"যায়েদ বিন সানাহ্ নামের একজন ইহুদী পণ্ডিত ছিল। কোন সময় মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, ঋণ নেওয়ার সময় ফেরৎ দেওয়ার একটি তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যায়েদ নির্ধারিত তারিখের দু'তিনদিন পূর্বেই ঋণ ফেরৎ নেওয়ার জন্য এসে যায়। আর চরম ঔদ্ধত্যভরে মহানবী (সা.)-এর চাদর ধরে টান দেয় এবং নোংরা ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে যে, 'তোমরা বনী আব্দুল মুত্তালিব ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে খুবই নিকৃষ্ট এবং টালবাহানা করে থাক'। হযরত উমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, (তিনি বলেন,) আমার যদি মহানবী (সা.)-এর ভয় না থাকতো তাহলে আমি এই অবমাননাকর আচরণের জন্য নিজের তরবারি দ্বারা তোর শিরচ্ছেদ করতাম। একথা শুনে তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং বলেন, 'হে উমর! একে ভৎর্সনা করার পরিবর্তে তোমার উচিত ছিল আমাকে ঋণ পরিশোধ ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপদেশ দেওয়া আর তাকে সুন্দরভাবে ও নম্রতার সাথে নিজ অধিকার আদায়ের উপদেশ দেওয়া। একথা বলে তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, এর ঋণ পরিশোধ করে দাও আর তার প্রতি কঠোর আচরণের বিনিময়স্বরূপ কুড়ি সা' (অর্থাৎ প্রাপ্য থেকে ষাট কেজির অধিক) খেজুর তাকে অতিরিক্ত বা বেশি দাও।"

এই ব্যবহার, এই নম্রতা এবং উন্নত আচরণ এবং উত্তম ব্যবহারে (সেই) ইহুদী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়, অবশেষে সে মুসলমান হয়ে যায়।

বাক স্বাধীনতার এটি কতই না উন্নত দৃষ্টান্ত যে, স্বাধীনতার অপব্যবহারকারীকে কেবল নম্রতার সাথেই নয় বরং উত্তমভাবে উপদেশ দিয়েছেন বরং নিজের অনুপম চরিত্র দ্বারা এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন যার উত্তম ফলাফলও প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলাম বাক স্বাধীনতায় এতটাই বিশ্বাসী ও এর পৃষ্ঠপোষক যে, সকল প্রকার বলপ্রয়োগ, হুমকী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে বিবেকের স্বাধীনতার আহ্বান জানায় আর ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ (সূরা আল্ বাকারা: ২৫৭) এবং

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن

(সূরা আল্ কাহ্ফ: ৩০) এর মত সুমহান নীতির ঘোষণা দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ বা জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়। আর সত্য সেটিই যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত, অতএব যে চায় সে ঈমান আনুক আর যে চায় সে অস্বীকার করুক।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন পরমত সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতার অগণিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। ইসলামের (চরম) শত্রু ইকরামার ঘটনা দেখুন! যুদ্ধাপরাধের কারণে যাকে হত্যার নির্দেশ জারী হয়ে গিয়েছিল, তার স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর কাছে তার জন্য ক্ষমা-প্রত্যাশী হলে তিনি (সা.) একান্ত স্নেহপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। ইকরামার স্ত্রী তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলে ইকরামা জিজ্ঞেস করে, আপনি কি সত্যি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? তিনি (সা.) বলেন, সত্যিই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ইকরামা জিজ্ঞেস করে, আমি যদি আমার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকি তবুও? অর্থাৎ আমি যদি মুসলমান না হই (তবুও)? এই শির্ক এর অবস্থায় আপনি আমাকে ক্ষমা করছেন (কি?) তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। মহানবী (সা.)-এর সুমহান ব্যবহার ও অনুগ্রহের এই মু'জিযা বা নিদর্শন দেখে ইকরামা মুসলমান হয়ে যায়।

(আস্সীরাতুল হালবিয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৯, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

কাজেই, ইসলাম এরূপ উত্তম চরিত্র এবং ধর্মীয় ও বাক স্বাধীনতা প্রদানের সুবাদে বিস্তার লাভ করেছে। উত্তম ব্যবহার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার এই তীর এক নিমিষেই ইকরামার মত মানুষকেও ঘায়েল করে ফেলেছিল।

মহানবী(সা.) বন্দী এবং ক্রীতদাসদেরও এই সুযোগ প্রদান করেছিলেন যে, তোমরা যে ধর্ম চাও গ্রহণ করতে পারো।

সুমামাহ্ বিন উসাল বনু হানীফার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিল। এই লোক মহানবী (সা.)-কে হত্যার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। এরপর সাহাবীদের একটি দলকে সে ঘেরাও করে শহীদ করেছিল। গ্রেফতার হওয়ার পর তাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হলে তিনি (সা.) তাকে বলেন, হে সুমামাহ্! তোমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে বলে তোমার মনে হয়। সে বলে, আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন রক্তপাতকারীকে হত্যা করবেন আর আপনি যদি কৃপা করেন তাহলে আপনি এমন এক ব্যক্তির প্রতি করুণা করবেন যে অনুগ্রহের মূল্য দিতে জানে।

লাগাতার তিনদিন মহানবী (সা.) আসেন এবং সুমামাহ্র কাছে এই একই প্রশ্ন করতে থাকেন আর সুমামাহ্ও একই উত্তর দিতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) বলেন, 'একে মুক্ত করে দাও'। এরপর সে মসজিদের নিকটে খেজুরের বাগানে যায় ও গোসল করে এবং মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করে আর বলে, হে মুহাম্মদ (সা.) খোদার কসম! পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে অপছন্দনীয় ছিল আপনার চেহারা আর বর্তমান অবস্থা হল, আমার সবচেয়ে প্রিয় হল আপনার চেহারা। খোদার কসম! পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের ছিল আপনার ধর্ম কিন্তু বর্তমান অবস্থা হল, আমার প্রিয়তম ধর্ম হল আপনার আনীত ধর্ম। খোদার কসম! আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করতাম আপনার শহরকে আর এখন এই শহরটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব ওয়াফদে বনী হুনাইফাহ্, হাদীস সুমামাহ্ বিন উসাল, ৪৩৭২)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, "বন্দী সুমামাহ্কে একথা বলা হয়নি যে, এখন তুমি আমাদের করায়ত্তে আছ তাই মুসলমান হয়ে যাও। তিনদিন পর্যন্ত তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হতে থাকে এরপর (তাকে) মুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর দেখুন! সুমামাহ্ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল, মুক্তি লাভ করা মাত্রই সে নিজেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উপস্থাপন করে যে, (সে বুঝতে পারে) এই দাসত্বের মধ্যেই আমার ইহ ও পারত্রিক কল্যাণ নিহিত।"

(জুমআর খুতবা, ১০ই মার্চ, ২০০৬)

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! ইসলাম বাক স্বাধীনতার সমর্থক ও ঘোষক কিন্তু নিরঙ্কুশ বা বল্গাহীন ও লাগামহীন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। তাই ইসলাম মত প্রকাশকে মনুষত্বের সম্মান, মানবতার মর্যাদা, ন্যায়নীতি ও সুবিচার, শিষ্ঠাচার ও সম্মান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার গণ্ডিভুক্ত রাখার জন্যএমন বিধিবিধান আর সীমারেখা ও আদেশ নিষেধ প্রদান করে যা এই অধিকারের উপকারিতাকে বহুগুণ বর্ধিত করে এবং এর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে এবং এর সৌন্দর্যে বর্ধিত আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

এক্ষেত্রে ইসলাম এই পূর্ণাঙ্গ বিধান উপস্থাপন করে যে, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (সূরা আল্ বাকারা: ২০৬) এবং আল্লাহ্ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। অর্থাৎ, আপনার মতামত, কথা-কাজ অথবা বক্তব্য ও রচনা যেন পৃথিবীতে নৈরাজ্যের কারণ না হয়।

এই বিষয়টিই ইসলামের নবী (সা.) ভিন্ন একটি আঙ্গিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "লা যারারা ওয়ালা যিরারা"(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল আহকাম)অর্থাৎ, কারও মতামত, কাজকর্ম, কথা ও কাজ দ্বারা যদি স্বয়ং তার বা অন্য কারও সম্মান, সম্পদ, প্রাণ ও অধিকারের ক্ষতি হয় তাহলে এমন স্বাধীনতা পাপ এবং অপরাধে পরিণত হবে।এরপর ইসলাম বলে, শোনা কথা এবং দেশের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়াদি যাচাই না করেই প্রচার করাও বাক স্বাধীনতার গণ্ডি বহির্ভূত বিষয়।

ইসলাম এমন কর্মকে নিরুৎসাহিত করতে গিয়ে বলে,

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

(সূরা আন্ নিসা: ৮৪)

অর্থাৎ, বাক স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন আশঙ্কা ও ভয়ভীতি সম্পর্কিত বিষয়াদি আর দেশীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সংবাদ প্রচার করার ক্ষেত্রে যদি সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে দেশীয় শান্তি ও সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। এমন বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে প্রচার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

এ বিষয়টি ভিন্ন এক আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "কাফা বিল মারয়ে কাযেবান আইয়্যুহদাসা বিকুল্লি মা সামিআ"। অর্থাৎ কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথা যাচাই-বাছাই না করেই বর্ণনা করতে থাকে।

ইসলাম বলে, বাক স্বাধীনতার নামে ভিত্তিহীন অপপ্রচারে অংশ নিও না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭)

আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তার পেছনে ছুটবে না। অর্থাৎ, কেউ যদি বাক স্বাধীনতার নামে এমন কথা প্রচার করে বেড়ায় যার সঠিক বা ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে তুমি জ্ঞাত নও তাহলে তুমি সেই অপপ্রচারের অংশীদার হয়ো না।

বর্তমানে এই বিষয়টিকে কর্মে রূপায়িত করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে কোন ব্যক্তি কোথা থেকে কোন মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেয় আর দেখতে দেখতে তা ট্রেন্ডে বা প্রবণতায় পরিণত হয় (এবং ভাইরাল হয়ে যায়)।সেই সংবাদ যদি সঠিক না হয় তাহলে এর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলাম বাক স্বাধীনতার নামে এ ধরণের প্রোপাগাণ্ডা বা অপপ্রচারের অংশ হতে জোরালোভাবে বারণ করে।

এরপর বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলাম আরেকটি নীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলে,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ

(সূরা আল্ আরাফ: ৩৪)

অর্থাৎ, বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেন এটি দৃষ্টিগোচর থাকে যে, আপনার কথা বা বক্তব্য অশ্লীলতা মুক্ত কি-না। আপনার মতামত ও আপনার বক্তব্য যেন পাপের প্ররোচনা না জোগায়। আপনার মতামত লোকদেরকে যেন বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনে প্ররোচনা না জোগায়। এসব বিষয় নৈরাজ্যের কারণ হয়ে থাকে। তাই ইসলাম এগুলো করতে বারণ করেছে।

এরপর বাক স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলে, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

(সূরা হুমাযাহ্: ২) প্রত্যেক পরনিন্দাকারী ও অপবাদ আরোপকারী জন্য দুর্ভোগ।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "লাইসাল মু'মিনু বিত্তায়্যানে ওয়ালাল্ লাত্তায়্যানে ওয়ালাল ফাহেশে ওয়ালাল বাযীয়ে" অর্থাৎ, মু'মিন তীর্যক আক্রমন করে না এবং অভিসম্পাতও করে না। অশ্লীল ও অবমাননাকর কথা বলে না"

অতএব, ইসলাম বাক স্বাধীনতার ছত্রচ্ছায়ায় কারও দুর্নাম করা, তীর্যক কথা বলা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং অপবাদ আরোপের অনুমতি প্রদান করে না।ইসলাম বলে, বাক স্বাধীনতার এই অর্থ নয় যে, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ

(সূরা আল্ হুজরাত: ১২) অর্থাৎ, কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে হাসিবিদ্রুপ না করে আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের হাসি-বিদ্রুপ না করে। পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না। আর একে অপরকে মন্দ নামে বা অবজ্ঞাসূচক নামেও ডেকো না।

বাকস্বাধীনতার নামে মানুষের হাসি-বিদ্রুপ করা আর তাদের সাথে উপহাস ও পরিহাসসুলভ ব্যবহার করা, তাদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা এবং অবজ্ঞাসূচক কার্টুন আঁকা, তাদের মন্দ নাম রাখা- এসবই বারণ। কেননা এমন রীতি বা প্রবণতা নিশ্চিতরূপে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হবে।

এরপর ইসলাম বলে, বাক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কোন মানুষের আত্মসম্মান যেন পদদলিত করা না হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ***'ওয়া লাকাদ কাররামনা বানী আদাম'*** (সূরা বনী ইস্রাঈল: ৭১) অর্থাৎ, আমরা অবশ্যই আদম সন্তানের আত্মসম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছি, যা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইয়া আইয়্যুহান্ নাসু ইন্না দিমায়াকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আ'রাযাকুম আলাইকুম হারামা"অর্থাৎ, হে লোকসকল! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান-সম্ভ্রম (পদদলিত করা) পরস্পরের জন্য হারাম বা অবৈধ।

ইসলাম অন্যান্য ধর্ম এবং জাতীর আবেগঅনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকার বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যদের আবেগানুভূতির প্রতি বেশি খেয়াল রাখা হতো।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, "মদীনা রাষ্ট্রে একজন মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যে বিবাদ হয়। মুসলমান বলতো, মুহাম্মদ (সা.) সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর ইহুদী বলতো, এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মূসা (আ.)। তখন মুসলমান হাত তুলে এবং ইহুদীকে থাপ্পড় মেরে বসে। ইহুদী অভিযোগ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর হুযূর (সা.) বিবাদের মূল কারণ জানার পর বলেন, 'লা তুখাইয়্যিরুনী আলা মূসা' অর্থাৎ আমাকে মূসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না।"

(বুখারী কিতাবুল খুসুমাত, হাদীস নং: ২৪১১)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এই হাদীসটি উপস্থাপনের পর বলেন,

"এই ছিল তাঁর ধর্মীয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মান, অর্থাৎ শাসনক্ষমতা নিজের হাতে... কিন্তু ক্ষমতায় থাকার অর্থ এটি ছিল না যে, অন্য প্রজাদের বা অন্য (ধর্মের) অনুসারীদের আবেগানুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা হবে না। পবিত্র কুরআনের এই সাক্ষ্যের পরও অর্থাৎ, তিনি (সা.) সকল রসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ- তিনি এটি পছন্দ করেন নি যে, নবীদের মাঝে মোকাবিলা করে পবিবেশ কলুষিত করা হোক। তিনি (সা.) সেই ইহুদীর কথা শুনে মুসলমানকেই ভৎর্সনা করেন যে, তোমরা নিজেদের ঝগড়ায় নবীদের জড়িও না। ঠিক আছে, তোমার দৃষ্টিতে আমি সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তা'লাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে এ কারণে একজন মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় যে, তার নবীকে কেউ কিছু বলেছে। আমি (কোনভাবেই) এর অনুমতি দিতে পারি না। আমাকে সম্মান করার জন্য তোমাকে অন্য নবীদেরও সম্মান করতে হবে।... এই ছিল তাঁর (সা.) ন্যায়বিচার ও বাক স্বাধীনতার মান, যা আপন-পর সবার প্রতি যত্নবান থাকার মানসে তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরং কোন কোন সময় অমুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হতো।"

(জুমআর খুতবা, ১০ই মার্চ, ২০০৬)

ইসলাম অন্যান্য ধর্ম এবং তাদের সম্মানিত নেতাদের গালী দেওয়াকে বাক স্বাধীনতা পরিপন্থী জ্ঞান করে।

ইসলাম বলে, তোমরা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীন একথা সঠিক। এটিও সঠিক যে, খোদাকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করা হয় তারা সবাই মিথ্যে উপাস্য, কিন্তু তবুও তাদের গাল-মন্দ করো না আর অন্যান্য ধর্ম ও জাতীর আবেগানুভূতির প্রতি খেয়াল রাখো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, একটি বর্ণনায় এসেছে যে, "খায়বার বিজয়ের সময় তওরাতের বিভিন্ন অনুলিপি বানুসখা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ দেন যে, ইহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।" (আস্সীরাতুল হালবিয়াহ্ বাব যিকরু মাগাযিয়্যাহ্, যিকর গযওয়া খায়বার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯) (জুমুআর খুতবা, ১০ই মার্চ, ২০০৬)

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী! কিছুটা চিন্তা করে দেখুন, যুদ্ধাবস্থায় ইহুদীরা দুর্গে আবদ্ধ আর মুসলমানরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, এমন পরিস্থিতিতেও তিনি (সা.) এটি সহ্য করেন নি যে, শত্রুদের সাথে এমন ব্যবহার করা হোক যাতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে।

ইসলামের এই উন্নত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিপরীতে বর্তমান যুগে বাক স্বাধীনতার নামে প্রচার মাধ্যমের বিদ্রোহী ঘোড়াকে এমন লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সে ঈমানিয়্যত এর পাশাপাশি আখলাকিয়্যতকে অর্থাৎ বিশ্বাসের পাশাপাশি নৈতিকতাকে পদপিষ্ট করে ছেড়েছে। এই ধৃষ্টতা এমন চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, পবিত্র স্থানসমূহ, ব্যক্তিবর্গ, নবী-রসূলগণও এথেকে নিরাপদ থাকতে পারেন নি।

বাক স্বাধীনতার নামে অবমাননাকর কর্মকাণ্ডের এই ঢেউ আজ নতুন নয় কখনও এই অপচেষ্টা "অন্দরুনায়ে বাইবেল"ও "উম্মাহাতুল মু'মিনীন" গ্রন্থের আকারে সামনে এসেছে আবার কখনও "রঙ্গীলা রসূল"এর মত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

# BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 7 Dec, 2023 Issue No.49

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর.....)

অবমাননাকর পুস্তক আকারে তা প্রকাশ পেয়েছে। কখনও শয়তানী আয়াত আকারে আবার কখনও ব্যঙ্গচিত্র এবং নোংরা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ডের অপরাধ করা হয়েছে। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্মানিত খলীফাগণ ইসলামী শিক্ষার আলোকে এসব নৈরাজ্যের যথাযথ উত্তর প্রদান করেছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন এই অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় তখন যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষামালার আলোকে এর যুক্তিপূর্ণ ও অত্যন্ত চমৎকার উত্তর প্রদান করেছেন তিনি হলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)। তিনি যেখানে আহমদীদেরকে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের সর্বোত্তম দিকগুলো অবলম্বন করার এবং তা বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করার উপদেশ দিয়েছেন সেখানে কোন কোন মুসলমানের ভুল প্রতিক্রিয়াকে ইসলামী শিক্ষামালার সাথে যুক্ত করতে বা সংমিশ্রণ করতে বারণ করেছেন। একদিকে তিনি জামাতের সদস্যদের উপদেশ দিয়েছেন যে, নিজ নিজ গণ্ডিতে ও দেশে রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের এমন অবমাননাকর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করুন আর অপরদিকে তিনি স্বয়ং তাঁর বিভিন্ন খুতবায় এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন।

একদিকে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে সম্বোধন করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আর অপরদিকে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ ও জাতীসংঘকেও এমন আইন পরিবর্তন করা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্বাত্ত আহ্বান জানান।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

(সূরা আল্ আনআম: ১০৯) আয়াতটি উপস্থাপন করে বলেন, খোদা তা'লা বলেন 'অন্যের প্রতিমাকেও তোমরা মন্দ বলবে না,'কেননা এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। প্রতিমাকে তোমরা মন্দ বলবে, আর অজ্ঞতাবশে তোমাদের সর্বশক্তিমান খোদা সম্বন্ধে তারা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করবে যার ফলে তোমাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চারহবে, মনোকষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ঝগড়া-বিবাদ হবে, দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, এ হল সেই চমৎকার শিক্ষা যা ইসলামের খোদা উপস্থাপন করেছেন।

(জুমআর খুতবা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

এরপর তিনি (আই.) মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে সম্বোধন করে বলেন, "পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে তারা কেন জগতদ্বাসীকে একথা বলে না যে, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর আল্লাহ্‌র নবীদের অসম্মান করা কিংবা এ উদ্দেশ্যে অপচেষ্টা করা- অপরাধ, জঘন্য অপরাধ ও পাপ বিশেষ। আর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের চার্টারে বা শান্তি সনদেএকথা অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক যে, "কোন সদস্য দেশ তার নাগরিকদেরকে ভিনধর্মীদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনুমতি দিবে না। চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।"

(জুমআর খুতবা, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

তিনি (আই.) পাশ্চাত্যকে সাবধান করে বলেন, "কোন ধর্মের পবিত্র নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোন প্রকার অশোভন উক্তি কোনভাবেই স্বাধীনতার গণ্ডিতে পড়ে না। তোমরা যারা গণতন্ত্র এবং বিবেকের স্বাধীনতার চ্যাম্পিয়ান বা রক্ষক সেজে অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো, এটি গণতন্ত্রও নয় আর বিবেকের স্বাধীনতাও নয়। সবকিছুরই একটি সীমা রয়েছে আর কিছু নৈতিক আচরণবিধি রয়েছে।...বাক স্বাধীনতার অর্থ কোনভাবেই এটি নয় যে,অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে বা তাকে কষ্ট দেবে। এরই নাম যদি স্বাধীনতা হয়যা নিয়ে পাশ্চাত্য গর্ব করে তাহলে এই স্বাধীনতা উন্নতির পানে নিয়ে যাবে না বরং অধঃপতন ঘটাবে।"

(জুমআর খুতবা, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)

এরপর হুযূর (আই.) পাশ্চাত্য এবং জাতিসংঘকে সম্বোধন করে বলেন, "বাক-স্বাধীনতার আইন কোন ঐশী গ্রন্থ নয়।... কাজেই, আপনারা নিজেদের আইনকে এমন নিখুঁত মনে করবেন না যাতে আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব নয়। বাক স্বাধীনতার আইন আছে ঠিকই কিন্তু কোন দেশের আইনে এমনকি জাতিসংঘের চার্টারেও "কোন ব্যক্তির অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার স্বাধীনতা নেই মর্মে কোন কথা বলা নেই।" কোথাও এটি লেখা নেই, অন্য ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অনুমতিও দেওয়া যাবে না, কেননা এর দ্বারা জগতের শান্তি বিনষ্ট হয়, ঘৃণার আগুন প্রজ্বলিত হয় এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজেই বাক স্বাধীনতার আইন যদি প্রণয়ন করতেই হয় তবে একজনের স্বাধীনতার জন্য অবশ্যই আইন প্রণয়ন করুন কিন্তু আরেকজনের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আইন বানাবেন না।"

(জুমআর খুতবা, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১২)

প্রিয় সুধী!হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসব অবমাননাকর অপচেষ্টাকে প্রতিহত করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আজ থেকে প্রায় ১২৪ বছর পূর্বে ইসলামী রীতিনীতি এবং কুরআনের শিক্ষার সারমর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে একটি প্রস্তাবনা প্রদান করে বলেছিলেন, "এই নীতি একান্ত যুক্তিযুক্ত ও অত্যন্ত আশিসপূর্ণ আর সন্ধি ও মীমাংসার ভিত্তি রচনাকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা এমন সব নবীকে সত্য নবী বলে আখ্যা দেই যাদের ধর্ম দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং (তাদের ধর্মের) বয়স দীর্ঘ হয়ে গেছে আর কোটি কোটি মানুষ এই ধর্মে যোগ দিয়েছে। এই নীতি খুবই চমৎকার একটি নীতি। যদি সমগ্র বিশ্ব এই নীতি অনুসরণ করে তাহলে হাজার হাজার নৈরাজ্য এবং ধর্ম-অবমাননা যা মানব জাতির সার্বজনীন শান্তি পরিপন্থী- তা দূর হয়ে যাবে।... পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এই নীতিই শিখিয়েছে। পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারকারী এটিই মাত্র নীতি যা আমাদের নীতি।"

(তোহফায়ে কায়সারিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ২৫৮-২৬২)

সম্মানিত সুধী! বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলাম বলে, ভদ্রভাবে লোকদের সাথে উত্তম কথা বল। ন্যায়সঙ্গত কথা বলো, সত্যবহির্ভূত কথা বলো না। এমন কথা বলো না যদ্বারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। কারও দুর্নাম করো না। কাউকে লক্ষ্যকরে তীর্যক কথা বলবে না এবং কাউকে গালমন্দ করো না। কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং ঠাট্টাবিদ্রুপও করো না।

ইসলাম বলে, বাক স্বাধীনতার জিগির তুলে একেবারে সাধারণ একজন মানুষের আত্মসম্মানকেও পদদলিত করো না। ইসলাম বলে, অন্যান্য ধর্ম এবং অন্যদের পবিত্র ও পরমপূজনীয় ব্যক্তিবর্গের অবমাননা- কোথাকার স্বাধীনতা? নিশ্চিতরূপে বাক স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত শিক্ষা একেবারে সম্পূর্ণ এবং সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত আর সকল কল্যাণের সমাহার। এবং নিশ্চিতরূপে ইসলাম কর্তৃক বর্ণিত সীমারেখা ও বিধিনিষেধ বাক স্বাধীনতার সৌন্দর্যে নুতন মাত্রা যোগ করে এবং এর সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধিকারী। আর আজ নয়তো কাল, দ্রুত অথবা বিলম্বে হলেও বিশ্বকে এসব সীমারেখা ও বিধিনিষেধ অবলম্বন করতেই হবে এবং এসব নীতি প্রয়োগ করতে হবে, কেননা এই স্বাধীনতাই পৃথিবীকে উন্নতির পানে নিয়ে যাবে আর ইসলাম এই স্বাধীনতাই প্রস্তাব করেছে। এগুলোই পৃথিবীতে শান্তি বিস্তারকারী নীতি আর এসব নীতিই ইসলাম উপস্থাপন করেছে।

**********

## ১২৮ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৯, ৩০ ও ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২৩ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir